চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 June, 2020 ■ আগরতলা, ২৯ জুন, ২০২০ ইং ■ ১৪ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিষ্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

যোগ্য জবাব দিতে জানে ভারত চিনকে কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লী, ২৮ জুন (হিঃসঃ)।। ভারত যেমন বন্ধুত্ব জানে, তেমনই চোখে চোখ রেখে কথা বলতেও জানে। চিনের মোকাবিলায় ভারত যে প্রয়োজনে কড়া মনোভাব নিতে দ্বিধা করবে না, মাসের শেষ রবিবারের 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে সেই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নিয়ম মেনেই মাসের শেষ রবিবার বেলা ১১টায় 'আবির্ভাব' হল তাঁর। তবে মোদীর এদিনের 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি নাম না-করে নিশানা করলেন চিনকে। করোনা, আমপান, পঙ্গপাল হানার পাশাপাশি এদিন প্রধানমন্ত্রীর মুখে এসেছে লাদাখে হানাদারির প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, লাদাখে ভারতীয় ভূখণ্ডের দিকে যারা নজর দিয়েছিল, তাদের সমুচিত জবাব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এসেছে, নাম না-করে চিনা পণ্য বয়কটের প্রসঙ্গও, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত অসমের এক নাগরিকের মন্তব্যের প্রসঙ্গ এনে নরেন্দ্র মোদী বলেন, পূর্ব লাদাখের ঘটনার পরে উনি শুধুমাত্র দেশীয় পণ্য কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

গালওয়ান উপত্যকায় চিনা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনার প্রতিরোধের প্রসঙ্গ তুলে মোদী এদিন বলেন, আমাদের বীর সেনারা দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁরা কোনও অবস্থাতেই ভারতমাতার গৌরবে আঁচ আসতে দেবেন না। শহিদ জওয়ানদের আত্মবলিদানকে স্মরণে রেখে প্রত্যেক ভারতবাসীকে দেশরক্ষার শপথ নিতেও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। রবিবার এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যে এসেছে লাদাখে চিনা হামলায় শহিদ সেনাদের পরিবারের কথাও। তিনি বলেন, আপনারা দেখেছেন শহিদ সেনাদের বাবা-মায়েরা বলেছেন, তাঁদের অন্য সন্তানেরাও সেনাবাহিনীতে যোগ দেবেন। বিহারের শহিদ জওয়ান কুন্দন কুমারের বাবা বলেছেন, তিনি তাঁর নাতিকেও দেশরক্ষার কাজে পাঠাতে চান।

অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে কিন্তু সেগুলোকে হারিয়েই এগিয়ে চলতে হবে বলে মান কি বাতে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাবিবাসরীয় সকালে মন কি বাতের ৬৬ তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, একাধিক প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।কিন্তু দেশের ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে আমরা বারেবারে প্রতিকূলতাকে হারিয়ে জয়ী হয়েছি। প্রতিকূল পরিস্থিতির পরবর্তী সময়ে আরো শক্তিশালী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে দেশ। চলতি বছরের বেশিরভাগ সময়টাই করোনা মহামারী নিয়ে আলোচনা করে কেটে গিয়েছে। অনেকেই বলছে এই বছরটা অশুভ এবং কবে শেষ হবে। আজ থেকে ছয় ও সাত মাস আগেও করোনার মতন মহামারী যে আসতে চলেছে তা আমরা জানতাম না।করোনা ছাড়াও চলতি বছরে একাধিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেরকম আমফান, পঙ্গপালের হানা এবং প্রতিবেশী দেশগুলো যা করছে।প্রতিকূলতা এবং সমস্যা আসবেই। কিন্তু আমি মনে করি না ২০২০ সাল খারাপ একটা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুটি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করবে ভারত ঃ অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় হওয়া উত্তেজনা এবং করোনার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে বলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ।

কেন্দ্রীয় সরকার, সবকটি রাজ্য সরকার এবং ১৩০ কোটি দেশবাসী সকলেই করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। বর্তমানে পরিসংখ্যানের নিরিখে বিশ্বের অন্য দেশের তুলনায় ভারতের অবস্থা ভাল। এক সাক্ষাতারে অমিত শাহ বলেন যে, শনিবার পর্যন্ত প্রতি ১০ লাখে ভারতে ৩৫৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।গোটা বিশ্বে এই সংখ্যাটা বিশ্বে ১২৫০ জন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭৫৬৯, ব্রিটেনে ৪৫৩৭, ব্রাজিলে ৫৮০২ জন। ২৫ মার্চ ভারতে রিকভারি রেট বা সুস্থ হয়ে ওঠার হার ছিল ৭.১ শতাংশ। কিন্তু এখন তা বেড়ে দাড়িয়েছে ৫৭ শতাংশে।এটি একটি খুব ভাল পরিস্থিতি। এ কারণেই আমি বলতে পারি যে উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারত এই যুদ্ধটি খুব ভালভাবে লড়াই করছে। দিল্লিতে কোন প্রকারের গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়নি বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তার কথায় তিনি নিজে এই বিষয়ে তিনজন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/বিলোনীয়া, ২৮ জুন।। ফের যান দুর্ঘটনায় আহত দুই যুবক। ঘটনার বিবরনে জানা যায় আজ সন্ধ্যাবেলা শান্তির বাজার বি এস এফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে আহত হয় দুই যুবক। আহত দুই যুবক হলো রাকেশ দাস (৩২) ও নিত্যানন্দ আচার্য্য (৩০)। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী শান্তিরবাজার দমকল বাহীনিকেখবরদেয়।

ঘটনার খবরপেয়ে দমকল বাহিনীর লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত দুইজনকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক এর নিকট জানা যায় আহত দুইজনের মধ্যে একজনের পেটে ব্যাথা পেয়েছে অপরজন পায়ে ব্যাথা পেয়েছে। এক্সরে করার পর রিপোর্ট দেখে আহতদের রেফার করাহবেকিনা তা বিবেচনা করবে চিকিৎসক। অপরদিকে শুনাযাচ্ছে মদমত্ত অবস্থায় দুইযুবক দ্রুত গতিতে বাইক চালাচ্ছিলো তাই দুর্ঘটনা ঘটে।

বাইক ও মারুতী ওয়াগনারের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত এক। ঘটনা বিলোনীয়া ব্রীজ চৌমুহানীতে। একটি গাড়ীটি উদয়পুর থেকে আসছিল, আর বিপরীত দিক থেকে আসা বাইকটি ট্রাফিক সিগ্নাল না মেনে চৌমুহানীতে ঢুকে পড়ায় এ বিপত্তি। এলাকা বাসী ছুটে এসে অগ্ননির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে, তারা এসে আহত বাইক চালক গৌতম সাহাকে বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে,করোনা আবহের মধ্যেও থেমে নেই যান দুর্ঘটনা। প্রায় প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও ঘটছে যান দুর্ঘটনা। রবিবার বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি। আহত ব্যক্তির নাম বিক্রম সাহা, বয়স ৪০ বছর। তার বাড়ি সাতমুড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিলোনিয়ার শহরের ব্রিজ চৌমুহনী এলাকায় উদয়পুরের দিক থেকে আসাট্রি-০৩ক্ক-০৪৮৭ নাম্বারের গাড়ির সঙ্গে বনকরের দিক থেকে আসট্রি-০১জ্ঞ-৫৬৫২ নাম্বারের একটি বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। এই দুর্ঘটনায় বাইক চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়। দমকল কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক ও গাড়িটি নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

বনকর্মীদের অভিযানে স মিল উদ্ধার, পলাতক বনদস্যুর দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুন।। খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার গারো বস্তি থেকে বন দপ্তরের কর্মীরা একটি বেআইনী সমিল আটক করেছেন। একটি গাড়িতে করে সমিলটি চালানো হচ্ছিল। গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়া বন দপ্তরের কর্মকর্তারা সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে গারোবস্তিতে হানা দিয়ে এই সাফল্য পান। তবে এই ব্যাপারে কাউকে আটক করা যায়নি।

বন দপ্তরের কর্ম কর্তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে কাঠ চেরাইকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে বন দপ্তরের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, লকডাউন চলাকালেও বনদস্যুরা বনজ সম্পদ ধ্বংস করে ছোট আকারের সমিল দিয়ে গাছ চেরাই করে কাঠ পাচার করে চলেছে। এর ফলে মূল্যবান বনজ সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার এবং বন দপ্তর বনজ সম্পদ রক্ষা এবং বন সৃজনের জন্য সরকারি কোষাগারের টাকা খরচ করে বনমহোৎসব পালন ও ব্যাপক প্রচার চালালেও বনজ সম্পদ রক্ষা করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চাম্পাহাওয়রে দুই নাবালিকাকে গণধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার চার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। খোয়াইয়ের চাম্পাহাওরের পূর্ব তকচায়ায় গণ ধর্ষণের শিকার দুই নাবালিকা। এই ঘটনায় গ্রেফতার চার। চার যুবক দুই নাবালিকাকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। মামলা নিয়ে অভিযুক্ত চার যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, মঙ্গলবার চাম্পাহাওরের পূর্ব তকচায়া ও উজান ময়দানের দুই নাবালিকা বিকেলে বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রায় এক দেড় কিলোমিটার দূরের পাহাড়ি ঝর্ণা দেখতে যায়। ঝর্ণা দেখে বাড়িতে ফেরার সময় সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসে। পাহাড়ী পথ ধরে তারা হেঁটে বাড়িতে ফেরার সময় চার অপরিচিত যুবককে তারা এলাকায় সন্দেহ জনক ভাবে ঘুরাঘুরি করতে দেখে।

সেই চার যুবক দুই নাবালিকাকে নিরাপদে শর্টকাট রাস্তা ধরে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে পাশের গভীর জংগলে নিয়ে যায়। সেখানে ভোর রাত পর্যন্ত গণ ধর্ষণ চালায় বলে অভিযোগ। এর ফলে মেয়ে দুটি এক সময় অসুস্থ হয়ে যায়। ধর্ষণের পর যুবকেরা দ্রুত ঐ সান ত্যাগ করে কেটে পড়ে। ভোরের আলো ফোটার পর মেয়ে দুটি কোন রকমে বাড়িতে ফিরে আসে। বাড়ির লোকজনদের সব ঘটনা জানালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খয়েরপুরে চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী খার্চি পুজা। রবিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

রাজ্যে আরও ১২ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হলেন আট জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। রাজ্যে নতুন করে আরও ১২ জনের দেহে করোনার সংক্রমণের সন্ধান মিলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে এই ঘোষণা দেন। তিনি জানান, এদিন ১০৬৫ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্ত ১২ জনের মধ্যে ৯ জনের বহিঃরাজ্য ভ্রমণের ইতিহাস রয়েছে। বাকি ৩ জন অন্য আক্রান্তের সংস্পর্শে সংক্রমিত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে সিপাহীজলা জেলায় ৮ জন, খোয়াই জেলায় ৩ জন এবং গোমতী জেলায় ১ জন করোনা সংক্রমিত হয়েছেন এদিন। অন্যদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে রবিবার আটজন করোনা রোগীকে সুস্থ হওয়ায় ছুটি দেওয়া হয়েছে।

বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে ব্রহ্মপুত্র, প্লাবিত ২ শতাধিক গ্রাম

গুয়াহাটি, ২৮ জুন (হি.স.)।। লাগাতার বৃষ্টির ফলে উজান থেকে নিম্ন অসমে ব্রহ্মপুত্রের জলস্তর বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। বন্যার জলে উজান ও মধ্য অসমের কয়েকটি জেলা প্লাবিত করে ফেলেছে।

এদিকে নিম্ন অসমের দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র। নদের জলস্তর ৪৩ সেন্টিমিটারের ওপর দিয়ে বইছে। ফলে মানকাচর জেলার ২ শতাধিক গ্রাম জলে প্লাবিত হয়েছে। বন্যার জলে নষ্ট হয়েছে বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি। ধানের পাশাপাশি পাট, শাকসবজি জলের নীচে পঁচে নষ্ট হয়েছে। বন্যায় সর্বস্বান্ত হয়ে চরম দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন অঞ্চলের লক্ষাধিক মানুষ।

বন্যা দুর্গতদের গরু ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশুর সঙ্গে খোলা আকাশের নীচে বাস করতে হচ্ছে। প্রশাসনের তরফ থেকে এখন পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে এলাকার কিছু কিছু লোক যে যার নিজের সাধ্যমতো ছোট নৌকা, ভুটভুটিতে করে প্রয়োজনীয় যৎসামান্য জিনিসপত্র নিয়ে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন।

নিরন্তর বৃষ্টি, মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রের বাড়তি জলে দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার মালির আলগা, পাটাকাটা, হাজিরহাট, মলাখোয়া, সুখচর, বরেরআলগা, গোটাবাড়ি, খোপাতিয়া সমেত বিভিন্ন গ্রাম জলের নীচে চলে গেছে।

এদিকে ধুবড়ি জেলার অধীনে দক্ষিণ শালমারা কেন্দ্রের ফকিরগঞ্জ, চালাকুরা, বিরসিং, আইরকাটা, জামাদারহাট, জরুয়া-বন্দিহানা অঞ্চলের শতাধিক গ্রাম ব্রহ্মপুত্রের বাড়তি জলে প্লাবিত। এলাকার প্রায় দুই লক্ষাধিক লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। গৃহপালিত পশুগুলিকে পর্যন্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিতে পারছে না। বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় গিয়ে বহু কষ্টে দুর্ভোগের মধ্যে দিন রাত কাটাতে হচ্ছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকার আত্মহত্যার চেষ্টা তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ জুন।। তেলিয়ামুড়া থানাধীন গর্জন মুড়া এলাকায় এক নাবালিকা বিষ পানে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গেছে, মা-বাবার গালমন্দ সহ্য করতে না পেরেই নাবালিকাটি বিষ পানে আত্মহত্যা করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গর্জনমুড়া এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্যে সাম্প্রতিক কালে আত্মহত্যার প্রবণতা অতিমাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে অধিকাংশই হচ্ছে প্রণয় সংক্রান্ত বিষয়। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের আরও বেশী সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের দাবি।

ধলাইয়ে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। ধলাই জেলায় ম্যালেরিয়া প্রকোপ দেখা দিয়েছে। রবিবার ধলাই জেলার গয়ারাম পাড়ার ৭ বছরের এক শিশুর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুটির নাম ধরীন্দ্র ত্রিপুরা, তার বাড়ি মানিকপুর থানা এলাকার গয়ারাম পাড়ায়। প্রচন্ড জ্বরে ভুগছিল ধরীন্দ্র ত্রিপুরা নামে ৭ বছরের ঐ শিশুটি। রবিবার তাকে ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

ধলাই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যু হয় শিশুটির। ধলাই জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন শিশুটি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল।

মুমূর্ষ জনক অবস্থায় শিশুটিকে রবিবার ধলাই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা তাকে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। এদিনই সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ধরীন্দ্র ত্রিপুরা নামে ঐ ৭ বছরের শিশুটি। তার মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গয়ারামপাড়া সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ঐ সব লোকজনরাও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে বলেও প্রাথমিক আশঙ্কা করা হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতিতে ঐ সব এলাকায় চিকিৎসক দল পাঠানোর দাবি উঠেছে।

উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে ম্যালেরিয়া মোকাবিলা সহ অন্যান্য চিকিৎসা পরিষেবা সঠিক ভাবে পরিচালনা করা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষেও অনেকটাই চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরাও সর্বত্র নজরদারি বজায় রাখতে পারছেন না। ফলে বিশেষ করে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিপূর্বেও ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার একাধিক স্থানে ম্যালেরিয়া থাবা বসিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের জরুরি পদক্ষেপের ফলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অবিলম্বে প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির করার জন্য দাবী জানানো হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৫৬ ◘ ২৯ জুন ২০২০ ইং ◘ ১৪ আষাঢ় ◘ সোমবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

রাজনৈতিক হামলা বর্ধমান

ইহা প্রতিশোধের লক্ষ্যেই কি হিংসার দাপট ও রক্তের বিভিষিকা? রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর বিরোধী সিপিএম কর্মী নেতারা আক্রান্ত হইয়াছেন। সিপিএমের বহু কর্মী নেতারা আক্রান্ত হইয়াছেন। বহু পার্টি অফিস প্রশাসন হইতে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে পার্টি অফিসগুলি খাস বা সরকারী জমিতে হয় নাই সেগুলি অক্ষত থাকে। তবে, জোট সরকার প্রতিষ্ঠার পর সিপিএম নেতা কর্মীদের বাড়িঘরে হামলা হুজ্জুতি হয়। কিন্তু রাজনৈতিক খুনের তেমন ঘটনা নাই। কিন্তু, বিজেপি জোট সরকারের প্রায় আড়াই বছরের শাসনে রাজ্যের রাজনৈতিক খুনের ঘটনা বাড়িবার প্রবণতা দেখা যাইতেছে। আর খুন গুলির তালিকায় বিজেপি নেতা কর্মীর নাম বাড়িয়া চলিয়াছে। বিভিন্ন খুন, অস্বাভাবিক মৃত্যু ইত্যাদির তালিকায় বিজেপি নেতা কর্মীদের নাম আসায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠিবে রাজ্যে কোতল বাহিনী হঠাৎ করিয়া এত সক্রিয় হইল কিভাবে? ইহ খুব লক্ষ্যণীয় যে, রাজ্যে বিজেপি নেতাকর্মীদের উপর হামলার ঘটনা প্রায় প্রতিদিন কোনও না কোনও জায়গায় ঘটিতেছে। পুলিশও হামলাকারীদের ধরিতে পারিতেছে না। শুক্রবার রাতে টাকারজলায় বিজেপির মন্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মাকে প্রাণে মারার লক্ষ্যে হামলা হয়। কয়েকদিন আগে রানীরবাজারে বিজেপি নেত্রীর স্বামীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিজেপি নেতা কর্মীদের উপর হামলার ঘটনা বৃদ্ধির পিছনে কারণ কি বিরোধী শক্তির উত্থান?

সিপিএম প্রতিনিয়ত অভিযোগ করিয়া চলিতেছে যে, বিজেপি কর্মীরা তাহাদের উপর হামলা চালু রাখিয়াছে। সিপিএম বা ইহার অঙ্গ সংগঠনগুলির আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিজেপি কর্মীরা হামলা চালাইতেছে বলিয়া একের পর এক অভিযোগ তোলা হইয়াছে। রক্তদানে শিবিরে বাধাদান হামলার ঘটনা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) কাছে অভিযোগ জানাইয়া হস্তক্ষেপ চাহিয়াছে বামেরা। একথাও স্পষ্ট যে, রাজ্যে বিজেপির দাপট অব্যাহত। ক্ষমতায় যখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন যে বেপরোয়া অবস্থা দেখা গিয়াছিল আজ তাহা অনেকটাই দুর্বল হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হওয়ার অনেক কারণ আছে। সিপিএম এখন বিক্ষিপ্তভাবে রাস্তায় নামিতেছে। তবে, সেই তেজ বা দাপট নাই। একটি বিপ্লবী দল কত নির্জীব, ভীতু হইতে পারে ত্রিপুরার মানুষ তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে। এই দল ক্ষমতায় থাকিলেই বিপ্লব করিতে পারে। ক্ষমতায় থাকার সময় তো সিপিএম ও এই দলের কর্মচারী সংগঠনের মিছিলের ঢল দেখিয়াছে মানুষ। ক্ষমতা নাই এই দলের পাত্তা নাই। তবে রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় দলের নীরব উপস্থিতি আছে। পাহাড়ে সিপিএমের সেই শক্তি না থাকিলেও এখন সেখানে কিছুটা অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। বিজেপির শরিক দল আইপিএফটি এখন অনেকটা শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে টাকারজলায় বিজেপি মন্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মার উপর হামলার পিছনে কোন্ দল জড়িত তাহা তো স্পষ্ট হয় নাই? সেই হামলার পিছনে আইপিএফটি, সিপিএম। কোন্ দল তাহা বিজেপি স্পষ্ট করে নাই। এই ঘটনা ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, বিজেপি বিরোধী শিবিরে শক্তি স্রোত হয়তো বহিতেছে। তলে তলে, বিজেপির দাঁত ভাঙ্গিতে গুপ্ত হত্যার ছক কষিতেছে কিনা বলা তো মুশকিল।

ইহা খুব গভীর ভাবে দেখিবার তাগিদ এজন্যই যে, ক্ষমতাসীন দল বিজেপি নেতা কর্মীরা আহত নিহত হইতেছেন। ইহা এখন প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। সময় থাকিতে এই রাহস্য বিজেপি দলকে খুঁজিয়া বাহির না করিলে ভবিষ্যতে বিপদ বাড়িবার সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। শুধু বিপদ নহে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন সম্পর্কে ভাবা উচিত। লক্ষ্যণীয় ইহাই যে, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত অপরাধের ঘটনা বাড়িতেছে। বাড়িতেছে ধর্ষণের মতো ঘটনা। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে নতুন করিয়া ভাবিতে হইবে। বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর রাজ্যে রাজনৈতিক হামলার ঘটনা থাকিলেও খুনের ঘটনা নাই। বরং লক্ষ্য করিবার বিষয় সম্প্রতি বিজপি কর্মী খুন ও আহত হইবার মতো ঘটনা বাড়িতেছে। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে রাজ্য সরকারকে আরও উদ্যোগী হইতে হইবে। তাহা করিতে না পারিলে বড় সর্বনাশা কান্ড ঘটাইতে পারে।

পরিযায়ীরা কাজ পেয়েছে উত্তরপ্রদেশে বাকি রাজ্যগুলি সেই পথে কবে হাঁটবে

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

সেই ভয়ঙ্কর এবং হৃদয় বিদারক চিত্রগুলির কথা মনে করুন, যা বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনার সংক্রমণ চক্রকে ভাঙার জন্য লকডাউন করার পরে দেখছিলাম। সেই সময়ে, হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিকরা জাতীয় সড়কের মধ্যে দিয়ে হেঁটে নিজেদের গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।এই শ্রমিকদের ভিড়ে উত্তরপ্রদেশের শ্রমিকের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। লক্ষাধিক ছিল সেই সংখ্যা। তারা দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, সুরাট, বরোদা, আহমেদাবাদ, অমৃতসর, লুধিয়ানা, জলন্ধর, পটিয়ালা, ইন্দোর, চণ্ডীগড় থেকে নিজেদের পৈতৃক ভিটেতে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরলে যে তারা চাকরি পাবে, সেটা তারা জানত না। অর্থাৎ তাদের ভবিষ্যত গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন বলে মনে হয়েছিল।

পথে বসে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে উত্তরপ্রদেশে সরকার যে ভাবে দাঁড়িয়েছিল, তা প্রশংসনীয়। সংকটকালে যোগী আদিত্যনাথের সরকার এই লক্ষাধিক শ্রমিকদের দক্ষতা এবং অতীতের অভিজ্ঞতার তথ্য নিয়ে ডেটাবেজ প্রস্তুত করেছিল এবং তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি দুর্দান্ত ব্যবস্থা তৈরি করেছিল। উত্তরপ্রদেশ সরকার রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকসহ প্রায় ১. ২৫ কোটি মানুষের সম্মানজনক কর্মসংস্থান দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। এই উদ্যোগটি দেখায় যে উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রস্তুতি অবশ্যই কতটা নিবিড় এবং ব্যাপক ছিল।

এই উদ্যোগের কারণে উত্তরপ্রদেশ সরকার প্রধানমন্ত্রীর গরিব কল্যাণ রোজগার অভিযানে অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অনেক এগিয়ে। উত্তর প্রদেশ সরকার প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কর্মসংস্থান দিতে চলেছে।প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষকে গ্রামীণ বিকাশের সঙ্গে যুক্ত করতে চলেছে।এ ছাড়া মুদ্রা যোজনার আওতায় কয়েক হাজার উদ্যমীকে ১০ হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একটি বিষয় বুঝতে হবে যে

সরকারগুলি যখন এই জাতীয় জনকল্যাণমূলক কাজ করে কেবল তখনই তার নৈতিকতা উন্নত হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি এবং স্পেনের মতো উন্নত দেশগুলি উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে শিখতে পারে কীভাবে তাদের জনগণকে করোনার মতো মহামারী থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটি একটি কাকতালীয় ঘটনা যে এই চারটি দেশের মোট জনসংখ্যা উত্তর প্রদেশের সমান। ২৪ কোটি জনসংখ্যার উত্তরপ্রদেশ সরকার পুলিশ, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, ব্যাংক ও ডাকঘর কর্মী, পরিবহন বিভাগ, ইত্যাদি এই সঙ্কটের প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে অবদান রেখেছেন। আত্মনির্ভর উত্তর প্রদেশের শুভারম্ভ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিকই বলেছেন যে ইউরোপের চারটি বড় দেশ ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেনের মোট জনসংখ্যায় কা উত্তরপ্রদেশের সমান। এই চারটি দেশে করোনার কারণে ১. ৩ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছেন এবং উত্তরপ্রদেশে কেবল ৬১১ জন মারা গেছেন। আমেরিকার কাছে সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও করোনার জেরে বিপর্যস্ত। আমেরিকার জনসংখ্যা ৩৩ কোটি।এখন পর্যন্ত ১ লাখ ২৫ হাজার মানুষ মারা গেছে।উত্তরপ্রদেশেও যদি প্রাথমিক পর্যায় পরিস্থিতি সামাল দেওয়া না যেত, তবে এখন অব্দি ৮৫,০০০ মানুষ প্রাণ হারাতো।লকডাউনের জেরে উত্তরপ্রদেশে ফিরে আসা ৩০ লক্ষকাজ হারানো শ্রমিকদের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রশাসনিক আমলারা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর ফলস্বরূপ, মানরেগা, এমএসএমই, নির্মাণ প্রকল্প এবং পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যে মোট ১.২৫ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান। এটি আরও সহজ হয়েছিল কারণ উত্তরপ্রদেশের যোগী-সরকার আগে থেকে এক জেলা, এক শিল্প চিহ্নিত করে সমস্ত জেলার জন্য কাজ শুরু করেছিল। দেশের ভেতরে এবং বাইরে এরকম ঘটনা আগে কোনদিন ঘটেনি। এক কথায় বিষয়টি নজিরবিহীন।করোনার কারণে সৃষ্ট সঙ্কটে জেরবারদের জন্য ২৫ ধরণের কাজ চিহ্নিত করা হয়েছে, যাতে তারা সামঞ্জস্য হবে।এজন্য এক ডজন বিভাগকে এর বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পল্লী উন্নয়ন, পঞ্চায়েতি রাজ, সড়ক পরিবহন, খনন, রেলপথ, পানীয় জল এবং স্যানিটেশন, পরিবেশ ও বন, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস, বিকল্প তি উত্তরপ্রদেশের পরিযায়ী এবং বেকারদের জন্য আশ্বাসের কথা এলেও।বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্য প্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড প্রভৃতি রাজ্যগুলিকেও দ্রুত এই প্রচেষ্টা করতে হবে। শ্রমিকদের কিছু কাজ পাওয়া উচিত। বর্তমানে বেশিরভাগের কোনও কর্মসংস্থান নেই। পুরো দেশটি যখন দেখেছিল যে পরিযায়ী শ্রমিকরা বড় বড় সমস্যার মুখে তাদের বাড়ির দিকে হাঁটছিল। অনেকে রাস্তায় মারা যান, আবার অনেকে দুর্ঘটনায় এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।পরিযায়ী শ্রমিক প্রসঙ্গে যখন দেশের অন্যান্য রাজ্যের মনোভাব অমানবিক ছিল। তখন তখন এই সকল শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে নজির সৃষ্টি করেছে যোগী সরকার। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরানোর জন্য যোগী সরকার সবার প্রথমে ১০০০০ বাস চালানোর কথা বলেছিল। উত্তর প্রদেশ সরকার অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত শ্রমিকদের চিকিতার জন্য ৫০০০০ এরও বেশি মেডিকেল টিম মোতায়েন করেছিল।

যাইহোক, এখন পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের নিজ বাড়িতে পৌঁছিয়ে গিয়েছে। এখন রাজ্য সরকারগুলির উচিত তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ বড়, তবে উত্তরপ্রদেশ সরকার যদি ১. ২৫ কোটি মানুষকে কর্মসংস্থান দিতে পারে, তবে অন্য রাজ্যগুলি কেন পারবে না।স্থানীয়দের এখন তাদের বাড়ির আশেপাশে কর্মীদের কর্মসংস্থান দিতে হবে সরকারকে।এগুলি কুটির শিল্প বা কৃষির সাথে সম্পর্কিত ছোট শিল্পের সাথে যুক্ত হতে পারে।এই শ্রমিকদের বাচ্চাদের পড়াশোনা সম্পর্কেও ভাবতে হবে।সরকার তাদের বাচ্চাদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করানোর উদ্যোগ নেবে।উত্তর-প্রদেশ সরকার যেহেতু একটি উদাহরণ স্থাপন করেছে, তাই কেউই বলতে পারে না যে তাদের রাজ্যে এত শ্রমিককে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সংরক্ষণ প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ তফসিলী আদিবাসী সংগঠনের

বাঁকুড়া, ২৮ জুন (হি. স) : তফসিলী জাতি, উপজাতি ও ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রবিবার বিকালে অল ইন্ডিয়া এস সি এস টি অর্গানাইজেসন এর উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। শহরের সতীঘাটের সন্নিকটে বাইপাস রাস্তায় ধারে প্রতিষ্ঠিত ভীম রাও আম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে সংগঠনের সদস্যরা সমবেত হন।সংগঠনের জেলা সভাপতি কলু বাউরী বলেন মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তফসিলী জাতি উপজাতি সহ সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে তা তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই চারটি রাজ্যে তা লাগু হয়েছে।এই সিদ্ধান্তে সমস্ত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে।অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবী জানানো হয়েছে। নতুবা দেশ জুড়ে আন্দোলন শুরু হবে। তিনি বলেন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আজ সুপ্রিম কোর্ট ঘেরাও এর ডাক দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির সমর্থনে আজ রাজ্য জুড়েই বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হচ্ছে।

অবসাদে আত্মঘাতী হরিদেবপুরের আরও এক বাসিন্দা

কলকাতা ,২৮ জুন (হি স): ফের আত্মহত্যা শহরে। রবিবার হরিদেবপুরের বিদ্যাসাগর পল্লিতে আত্মঘাতী হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি।

আত্মঘাতী ব্যক্তি বছর ৪০- র কাজল দাস। স্থানীয়দের অভিযোগ,গতবছর কালীপুজোর সময় ওই ব্যক্তির ছেলে বাজি ফাটাতে গিয়ে মারা যায়। ফলে বহু দিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। অন্যদিকে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা না-থাকার জন্য স্ত্রীও ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।লকডাউনের জেরে হারিয়েছিলেন কাজও। ফলে ভুগছিলেন মানসিক অবসাদে। এর আগেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ওই ব্যক্তি কিন্তু সফল হতে পারেননি এমনটাই দাবি প্রতিবেশীদের। এরপরেই রবিবার প্রতিবেশীরা ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। খবর দেয় পুলিশে। বর্তমানে তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় রাজস্থানে করোনায় নিহত ৫ জন

জয়পুর, ২৮ জুন (হি. স.): রাজস্থানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে রাজ্যে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯৬। মারণ এই রোগে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৭৫। রাজ্যে সব থেকে খারাপ অবস্থা বিকানিরে। সেখানে নতুন করে আক্রান্ত ৪৪।রাজ্যের ১৪ টি জেলায় এই নতুন আক্রান্ত পাওয়া গিয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭১১৯। সুস্থ হয়ে গিয়ে উঠেছে ১৩১৪৬। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে সবথেকে এগিয়ে বিকানির। সেখানে আক্রান্ত হয়েছে ৪৪। এর পরে জয়পুর। সেখানে আক্রান্ত ২৬, ঢোলপুরে ১৮, আলওয়ারে ১৬, সিরোহিতে ১৩, আজমেরে ৯ জন আক্রান্ত হয়েছে।

চিনের চেয়ারম্যান এবং সিপিআই (এম)

মিহির গঙ্গোপাধ্যায়

চিনে কমিউনিস্ট পার্টির স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মাও সে তুঙের নেতৃত্বে তা কায়েম হয়েছে। তাঁর আমলে ভারতের কমিউনিস্ট রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সিপিআই বহু চেষ্টা করেছে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তাতে ফল হয়নি। তাই ওই পার্টির মধ্যে ব্যালট না বুলেট, তা নিয়ে পার্টির মধ্যে তিক্ত ও তপ্ত বিতর্ক ও বিরোধ জমে উঠেছিল। তারই অন্তিম পরিণতি সিপিআই ভেঙে সিপিআই (এম) প্রতিষ্ঠা।

যাঁরা সিপিপআই (এম) তৈরি করলেন তাঁরা অবশ্য স্বস্তি পেলেন না। কারণ তাঁদের মধ্যের কিছু নেতা ও ক্যাডার ভাবতেন ও বলতেন, এবার ব্যালটের রাজনীতি বর্জন করে বুলেটের রাজনীতি করতে হবে। ভারতে লাল শাসন কায়েম করার এটাই পথ চিনের পথ। পশ্চিমবঙ্গে তখন চিনপন্থীদের অনেক দেওয়াল লিখনের মধ্যে একটি ছিল, চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, জয় আমাদের হবেই। মাও সে তুঙ তখন চিনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ছিলেন।

চিনের লাল ফৌজ সম্প্রতি ফের ভারতের সীমান্ত লঙঘন করে গুণ্ডামি করেছে। চিনের কমিউনিস্ট সরকারের এই উস্কানি সিপিআই (এম) -কে একটু মুশকিলে ফেলেছে। কেউ কেউ নাকি অভিযোগ জানিয়েছেন, সিপিআই (এম) চিনপন্থী দল। এরাই বলে, চিনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান।

এই প্রচারের বিরোধীতা করেছেন সিপিআই (এম) রাজ্য কমিটির সম্পাদক এবং পলিটব্যুরোর সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি বলেছেন, চিনের চেয়ারম্যান কেনওদিনই সিপিআই (এম) -এর চেয়ারম্যান ছিলেন না।

সিপিএম অতীতে নানা অপকর্ম করে কোণঠাসা হয়ে হয়ে পড়েছে। তাই বলে সিপিআই (এম) -কে চিনপন্থী বলে খোঁটা দেওয়া চলে না। কারণ দলগতবাবে সিপিআই (এম) কখনওই চিনপন্থী ছিল না। তাই তাঁদের পক্ষে চিনের চেয়ারম্যানকে সিপিআই (এম)-এর চেয়ারম্যান বলার কথা ওঠে না। সূর্যকান্তবাবুর এই দাবি মিথ্যা নয়, অর্ধসত্য নয়, বরং সত্য। সিপিআই (এম) -এর অন্ধ বিদ্বেষীর সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে সূর্যকান্তবাবুর ওই দাবিকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না।

তবে এটাও সত্য যে, ১৯৬২ সাল থেকে সিপিআইয়ের একটি গোষ্ঠী চিনের সমর্থক হয়ে উঠেছিল। তাও হয়েছিল কর্মদোষ। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিআইয়ের আদি দফতর ছিল। সেখানে যাদের যাতায়াত চিল তাদের মনে থাকা উচিত, দোতলায় উঠতেই চারটি বড় বড় ছবি নজর কাড়তো। সেগুলির মধ্যে একটি ছিল মাও সে তুঙের। তখন এই রাজ্যে সিপিআই যাদেরদখলে ছিল তাদের অধিকাংশই সিপিআই(এম) -এ যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৬২-৬৩ সালে সিপিআইয়ের অনেক নেতা বিনা বিচারে দমদম জেলে আটকে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রমোদবাবু, জ্যোতিবাবু যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন চারু মজুমদার। তিনি বলতেন, তাঁদের পার্টিকে চিনের পার্টির ভারতীয় শাখা বলা হোক। তিনি তাঁর সমর্থকদের মধ্যে চিনের পার্টির ভারতীয় শাখা বলা হোক। তিনি তাঁর সমর্থকদর মধ্যে চিনের পথ এবং মাওয়ের মহিমা প্রচার করতেন। এসব ঘটনা যেমন সত্য, তেমনই একথাও সত্য যে চারুবাবুর ওই মত এবং কাজ জ্যোতিবাবুর তো বটেই, প্রমোদবাবুও সমর্থন করেননি। তাঁরাই ছিলেন সিপিআই (এম)-এর প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং তাঁদেরপার্টিকে মাওপন্থী বলার ভিত্তি তখন ছিল না। এখন তো নেই-ই। চিনের পথ বলতে সশস্ত্র উপায়ে দেশের দখল নেওয়া। এই বিষয়ে প্রমোদবাবু যা ভাবতেন তা শুনুন। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর নভেম্বর মাসে প্রমোদবাবুদের সর্বভারতীয় গোষ্ঠী সিপিআয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁদের পার্টি কংগ্রেসে করে। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটল, অথচ প্রমোদবাবুকে সেই অনুষ্ঠানে দেখা গেল না। কারণ, দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস আরম্ভ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে প্রমোদবাবু সহ পার্টির ওই গোষ্ঠীর কয়েকজন নেতাকে পুলিশ বিনা বিচারে গ্রেফতার করেছিল। পার্টি ভাঙার সন্ধিক্ষণ অনেকের ধারণা হয়েছিল, প্রমোদবাবুদের গোষ্ঠী তাঁদের তৈরি পার্টিকে চিনের পথ অনুসরণ করে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তৈরি করবেন। পার্টি কংগ্রেসের আগের দিন বিকেলে পার্টি অফিসের সদর দরজায় প্রমোদবাবুকে পেয়ে গেলাম। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, কখন শত্রুরা পথ ছেড়ে দেবে।

> চিনের পথ বলতে সশস্ত্র উপায়ে দেশের দখল নেওয়া। এই বিষয়ে প্রমোদবাবু যা ভাবতেন তা শুনুন। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর নভেম্বর মাসে প্রমোদবাবুদের সর্বভারতীয় গোষ্ঠী সিপিআয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁদের পার্টি কংগ্রেসে করে। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটল, অথচ প্রমোদবাবুকে সেই অনুষ্ঠানে দেখা গেল না। কারণ, দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস আরম্ভ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে প্রমোদবাবু সহ পার্টির ওই গোষ্ঠীর কয়েকজন নেতাকে পুলিশ বিনা বিচারে গ্রেফতার করেছিল।

প্রমোদবাবুদের গোষ্ঠীর কলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তুতির জন্য অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালি শহরে একটি সভা হয়েছিল। সভাস্থলে মার্কস, লেনিন, স্তালিনের পাশে মাওয়ের একটি ছবি বিরাজমান ছিল। সেই কারণে এই গোষ্ঠীকে চিনপন্থী বলে দাবি করে দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। ১৯৬২ সালেই এই গোষ্ঠীকে চিনপন্থী বলে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার মূলে ছিল চিনের লালফৌজের ভারত আক্রমণ। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার, অনেক রাজনৈতিক দল এবং সাহিত্যিক, সাংবাদিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চিনকে আক্রমণকারী বলে ধিক্কার দিয়েছিল। অবিভক্ত সিপিআইও আনুষ্ঠানিকভাবে তাই বলেছিল। কিন্তু তাতে প্রমোদবাবুদের তীব্র আপত্তি ছিল। তাঁদের যুক্তি ছিল, চিন সমাজতান্ত্রিক দেশ। কেনও সমাজতান্ত্রিক দেশ বিনা কারণে পররাজ্য আক্রমণ করতে পারে না। সুতরাং সিপিআই পার্টিগতভাবে চিনকে আক্রমণকারী বলতে পারে না। প্রমোদবাবু জ্যোতিবাবুদের গোষ্ঠীর সিপিআই জাতীয় পরিষদে সংখ্যার জোর ছিল না। তাই সংখ্যাধিক্যের ভোটে প্রমোদবাবুরা হেরে গিয়েছিলেন।

রুদ্ধদ্বার বৈঠকে চিনকে আক্রমণকারী বলায় প্রমোদবাবুদের বিরোধীতার কাহিনি বাইরে চাউর হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে প্রমোদবাবুদের গোষ্ঠীর গায়ে চিনপন্থীর দাগ লেগে গিয়েছিল। ভারতকে আক্রমণকারী বলে মানতে প্রমোদ গোষ্ঠীর আরও একটি কারণ ছিল। সেই কারণটি শোনাই।

১৯৬১ সালের ১ জুলাই মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় মারা যান। ফলে বিধানসভার চৌরঙ্গি আসনটি শূন্য হয়। উপনির্বাচনের দিন ঠিক হেয় যায়। অবিভক্ত সিপিআই প্রার্থী ঠিক করে প্রচার আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে হিমালয়ে চিনের সশস্ত্র প্ররোচনা চলতে থাকে। ভারতে আওয়াজ ওঠে, চিন আক্রমণকারী।

উপনির্বাচনে প্রচারের জন্য জানবাজারের একটি বাড়ির উঠোনে সিপিআইয়ের কর্মীসবা। জ্যোতিবাবু বক্তা। আমি একমাত্র রিপোর্টার যে ওই সভা রিপোর্ট করেছিলাম। জ্যোতিবাবু। বলেছিলেন, পাহাড়ে ২০ হাজার ফুট উপরে কে কাকে মারছে, কে কাকে কাটছে তা সাধারণ মানুষ কীভাবে জানবে। সুতরাং কাউকে আক্রমণকারী বলে ঝগড়া বাড়িয়ে লাভ নেই। বরং সীমান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করা হোক।

ইউএনআইয়ের লিখিন ভট্টাচার্য আমার কাছ থেকে খবরটি নেন। তাঁদের টেলিপ্রিন্টারে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। নিকিলের কাছ থেকে বরুণ সেনগুপ্ত জানতে পারেন আমি খবরটি করেছি। বরুণবাবু তাঁদের কাগজে খবরটি করেছিলেন। ফলে তা ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ে। জ্যোতিবাবুর ওই বক্তব্যের মানে দাঁড়ায়, চিনকে আক্রমণকারী বলতে তাঁরা নারাজ। এই মর্মে দেশের সরকারি বক্তব্য তাঁদ্রের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

সেই কারণেও তাঁরা চিনপন্থী বলে পরিচিত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে বলা দরকার, সিপিআই(এম) চিনের মত ও পথ কখনও দলগতভাবে মেনে নেয়নি। যারা তা করত তারা সিপিআই(এম) ছেড়ে বা বহিষ্কৃত হয়ে নকশালপন্থী দল গড়েছিল। তারাই সগর্বে এবং সদর্পে মিছিল করে বলতে চিনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান। সুতরাং সিপিআই(এম)-কে মাওপন্থী বলার ভিত্তি থাকছে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

গুয়াহাটিতে ফের ভূমিধস, মাটির নীচে চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু নৃত্যশিল্পী প্রিয়াঙ্কার, খোঁজ নিয়ে সহায়তার আশ্বাস শাহের

গুয়াহাটি (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : গুয়াহাটিতে ফের ভূমিধসের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ভূমিধসের ফলে মাটির নীচে চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক প্রতিভাবান নৃত্যশিল্পীর। তিনি বছর ২১-এর প্রিয়াঙ্কা বড়ো। গত ২৬ জুন অনুরূপভাবে গুয়াহাটির কালাপাহাড় এলাকায় পাহাড় খসে সংঘটিত ভূমিধসে চাপা পড়ে এক মহিলার মৃত্যুর পাশাপাশি আরও দুজন ঘায়েল হয়েছিলেন। আজ সহ গুয়াহাটিতে ঘন ঘন ভূমিধসের ঘটনায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের অর্থ-স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন খবর নিয়েছেন। এ ব্যাপারে যে কোনও সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

রবিবার সকালের দিকে গুয়াহাটিতে রাজভবন সংলগ্ন খারঘুলির হিড়িম্বাপুরে ভয়ংকর ভূমিধসের ঘটনা সংঘটিত হয়। প্রাপ্ত তথ্য মতে, সকালে ঘুম থেকে ওঠে নৃত্যশিল্পী প্রিয়াঙ্কা তাঁদের ঘর গোছাচ্ছিলেন। এমন সময় ঘরের ওপর ধসে পড়ে লাগোয়া পাহাড়। ধসের মাটি চাপা পড়ে যান প্রিয়াঙ্কা। খবর পেয়ে ছুটে আসে এনডিআরএফ-এর দল। প্রতিবেশীদের সহায়তায় এনডিআরএফ এসকেভেটরের সাহায্যে মাটি সরিয়ে প্রিয়াঙ্কার নিথর দেহ উদ্ধার করে। নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। ততক্ষণে সব শেষ।

প্রসঙ্গত ২০১৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রিয়াঙ্কা সংগীত বিষয়ে অসমের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। শাস্ত্রীয়, লোকনৃত্য এবং বিহু নৃত্যে বেজায় দখল ছিল তাঁর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন অসম সফরে এসেছিলেন, তখন তাঁর সামনে নৃত্য পরিবেশন করে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা। গুয়াহাটি কলেজে ষষ্ঠ সেমিস্টারের ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা ইতিমধ্যে নৃত্যের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এর মধ্যে নৃত্য প্রদর্শনের জন্য লন্ডনে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্ত হয়েছে প্রিয়াঙ্কার মৃতদেহ।

এদিকে গুয়াহাটি এবং তার পার্শবর্তী এলাকায় ঘন ঘন ভূমিধসের ঘটনায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের অর্থ-স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে যে কোনও সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ভুক্তভোগী পরিবারবর্গকে সবধরনের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই খবর টুইট করে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাই। সংকটকালে এত দূরে অবস্থান করেও অসমবাসীর কথা চিন্তা করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

করিমগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে আফ্রিকান এলএসডি রোগে মৃত্যু হচ্ছে গবাদি পশুর

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : গত মাসাধিককাল থেকে করিমগঞ্জ জেলার গ্রামাঞ্চলে গুটিবসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এই রোগে নাম বিশেষজ্ঞরা দিয়েছেন আফ্রিকান এলএসডি সংক্রমণ। সে যা-ই হোক, এই রোগে শতাধিক গবাদি পশুর মৃত্যু হচ্ছে জেলার গ্রামাঞ্চলে। চাষবাসের ভরা মরশুমে গবাদি পশুর মৃত্যুতে একদিকে যেমন গভীর দুশ্চিন্তায় রয়েছেন জেলার কৃষককুল, অন্যদিকে গুটি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে এই সব জীজন্তুর মৃত্যুতে মানব জীবনের জন্য আরেক বিপদ ডেকে আনছে বলে মনে করা হচ্ছে।

মারত্মক রোগে আক্রান্ত মৃত গবাদি পশুকে সংলগ্ন এলাকার নদী বা বিলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আর জলের মাছ গুটিবসন্তে মৃত গবাদি পশুর মাংস খাচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে মানব জীবনে।

জেলা পশুপালন বিভাগের উদাসীনতা এবং কতিপয় সাধারণ জনতার সচেতনতার অভাবে মানব সমাজে বিরাট বিপর্যয় নেমে আসতে পারে ধারণা করা হচ্ছে। গুটিবসন্ত রোগে মৃত গবাদিপশু নদী বা বিলে ফেলে না দিয়ে, মাটিতে পুঁতে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে জেলার সচেতন মহল।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আফ্রিকান এলএসডি সংক্রমণেই নাকি করিমগঞ্জ জেলায় শত শত গবাদি পশুর মৃত্যু হচ্ছে। আফ্রিকান এলএসডি অর্থাৎ লামপ্রি স্কিন ডিজিজ নামের সংক্রমিত রোগ ছড়িয়ে পড়ছে করিমগঞ্জ জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামে। এই রোগের হামলায় এখন পর্যন্ত জেলায় কয়েক শো গবাদি পশুর মৃত্যু হয়েছে। হাজার হাজার গবাদি আক্রান্ত হয়েছে এই রোগে। অনেকেই এটিকে গুটি বসন্ত ভেবে স্থানীয় পশু চিকিৎসকদের দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন। কিন্তু এতে কোনও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথমে গবাদিপশুর শরীরে গুটি গুটি চাকার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সেই গুটিগুলো থেকে পুঁজ রক্ত বের হয়। এতে আক্রান্ত পশু ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। খাওয়া-দাওয়ায়ও রুচি চলে যায়। দেখতে দেখতে একসময় আক্রান্ত পশুগুলো মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর, পাথারকান্দি, ফকিরাবাজার, নিলামবাজার, সিঙ্গারিয়া, বারইগ্রাম, এরালিগুল, রাতাবাড়ি, দুল্লভছড়া, লোয়াইরপোয়া, বাজারিছড়া সহ বিভিন্ন গ্রামে এই রোগের প্রাদুর্ভাবে প্রতিনিয়ত গবাদি পশুর মৃত্যু হচ্ছে। জেলার কৃষিজীবী মানুষ গৃহপালিত পশুর এই রোগের মৃত্যুতে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। কৃষিজীবী মানুষের গরু ছাগলই একমাত্র ভরসা।

বিশ্বে ১ কোটি ছাড়াল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

ওয়াশিংটন, ২৮ জুন (হি.স.) : বিশ্বে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ছাড়াল। ওয়ার্লওমিটারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতীয় সময় অনুযায়ী রবিবার সকাল ন'টা পর্যন্ত বিশ্বে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১০,০৮১,৫৪৫। সবথেকে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন আমেরিকায়। সেখানে ২,৫৯৬,৫৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যুর নিরিখেও সবার প্রথমে রয়েছে। মার্কিন মুলুকে ১২৮,১৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের প্রায় ২৬ শতাংশ করোনা মৃত্যুর খবর মিলেছে আমেরিকা থেকেই। বিশ্বে মোট মৃতের সংখ্যা ৫০১,২৯৮।

আমেরিকার পরেই সবথেকে ভয়াবহ অবস্থা ব্রাজিলের। সেখানে মৃত্যু হয়েছে ৫৭,১০৩ জনের। সংক্রমিত হয়েছেন ১,৩১৫,৯৪১ জন। বিশ্বে আপাতত করোনার হটস্পট হয়ে উঠেছে লাতিন আমেরিকার দেশটি। বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্রাজিলের প্রত্যন্ত এলাকা এবং ছোটো শহরে করোনার অবস্থা ভয়ানক। কিন্তু পর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিষেবার অভাব থাকায় সেখানকার মানুষ বড় শহরে ভিড় করছেন। তার জেরে পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। এছাড়াও পেরু এবং চিলিতেও পরিস্থিতি সংকটজনক।

অন্যদিকে, আক্রান্তের নিরিখে তৃতীয় স্থানে হলেও রাশিয়ায় করোনায় মৃত্যু অনেকটাই কম। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা যেখানে ৬২৭,৬৪৬, সেখানে প্রাণহানি হয়েছে ৮,৯৬৯ জনের। অনেক কম আক্রান্ত দেশেও রাশিয়ার থেকে মৃতের সংখ্যা ঢের বেশি। একই কথা প্রয়োজ্য ভারতের ক্ষেত্রেও। ভারতে সংক্রমিতের সংখ্যা ৫০০,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। তবে মৃতের সংখ্যা ১৬,০০০-এর মতো। বিশ্বের সবার্ধিক করোনা আক্রান্ত দেশের তালিকায় চার নম্বর থাকলেও মৃত্যুর নিরিখে অষ্টম স্থানে রয়েছে ভারত।

পাকিস্তানেই আছে ২৬/১১ এর মুম্বই হামলার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড সাজ্জাদ মীর : মার্কিন গোয়েন্দা

ওয়াশিংটন, ২৮ জুন (হি.স.) : পাকিস্তানেই বহাল তবিয়তেই আছে জইশ প্রধান মাসুদ আজহার ও ২৬/১১ এর মুম্বই হামলার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড সাজ্জাদ মীর। তার বাড়ির ঠিকানাও ফাঁস করল মার্কিন গোয়েন্দারা।

২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম অভিযুক্ত ডেভিড কোলম্যান হেডলির হ্যান্ডলার ছিল সাজ্জাদ মীর। তার নির্দেশেই মুম্বইয়ে মার্কিন দম্পতিকে গুলি করেছিল লস্কর-ই-তইবার সন্ত্রাসবাদীরা। তাকে খুঁজছে মার্কিন গোয়েন্দারাও। এমনকী, তার উপর পুরস্কারও রেখেছেন তাঁরা। সে আপাতত পাকিস্তানেই বহাল তবিয়তে রয়েছে বলে দাবি করেছেন আমেরিকার গোয়েন্দারা।

তাঁরা জানিয়েছেন, সাজ্জাদ মীর রাওয়ালপিণ্ডির আদিয়ালা জেল রোডের গার্ডেন ভিলা হাউসিং সোসাইটিতে থাকে। অবশ্য আরও একটি বিকল্প ঠিকানার হদিশ দিয়েছেন তাঁরা। মনে করা হচ্ছে, লাহোরের অল ফয়জল শহরের সি ব্লকেও আস্তানা বানাতে পারে মীর। সেখানে থেকেই রীতিমতো জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সে। আর এ সবটাই হচ্ছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর মদতে।-

গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত ৩৮০৯, মৃত ৪৩ জন

ঢাকা, ২৮ জুন (হি.স.) : বাংলাদেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩৮০৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ৪৩ জন। রবিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে সেদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানিয়েছেন।

এদিন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে নতুন করে আরও ৩৮০৯ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ৪৩ জনের মৃত্যুর ফলে এ পর্যন্ত সেদেশে করোনায় মোট মারা গেছে ১ হাজার ৭৩৮ জন এবং মোট করোনা শনাক্ত হয়েছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮৭ জনের। স্বাস্থ্য বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছে ১ হাজার ৪০৯ জন। সব মিলে সুস্থ হয়েছে ৫৫ হাজার ৭২৭ জন।

করোনাকে জয় করে বাড়ি ফিরেছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জের কোভিড-১৯ হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। আজই তিনি বাড়ি ফিরে চলে গেছেন। তবে স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে আগামী ১৪ দিন তাঁকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কোভিড টেস্টের ফলাফল নেগেটিভ আসায় রবিবার হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

গত ২২ জুন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের শরারী করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসার পর তাঁকে করিমগঞ্জ কোভিড-১৯ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয়েছিল। শনিবার দিন তাঁর দ্বিতীয় টেস্ট নেগেটিভ আসে। বিধায়কের দ্বিতীয় টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় তাঁর পরিচিত মহল ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে খুশির পরিবেশ ফিরে আসে।

প্রায় পাঁচদিন পর হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, এবার নিজেকে অনেকটা হালকা মনে হচ্ছে। বলেন, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় প্রথমাবস্থায় কিছুটা আতঙ্কের মধ্যেই ছিলেন। পজিটিভ রিপোর্ট আসার পর চিকিৎসার জন্য কোভিড-১৯ হাসপাতালে প্রবেশের সময় মানসিকভাবে অনেক দুর্বল মনে হচ্ছিল তাঁর। তবে ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নেন বলেও বিধায়ক জানান। তাঁর আরোগ্য কামনায় যাঁরা দিবানিশি ভগবানের কাছে প্রার্থনায় করেছেনস তাঁদের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন করোনাজয়ী বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। ভগবান যেন আর কাউকে এমন কঠিন পরিস্থিতির মুখে ঠেলে না দেন। এর জন্য সকলকে করোনা বিধি মেনে চলার পরামর্শ দেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু।

উজান অসমের টিয়কে বিলাসী গাড়ি সহ গ্রেফতার ২ গরু পাচারকারী

টিয়ক (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট জেলার অন্তর্গত টিয়কে বিলাসী গাড়ি সমেত ২ গরু পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের রফিউল হুসেন এবং ইমরান হুসেন বলে জানা গেছে। সম্পর্কে দুই গরু পাচারকারী নাকি বাপ-বেটা।

আজ এই খবর দিয়ে টিয়ক থানার পুলিশ জানিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার মধ্যরাতে লাহদৈগড়ের হাতিবরুয়া চারালিতে দলবল নিয়ে তাঁরা ওত পেতে ছিলেন। এক সময় এএস ০১ ৪১৯৯ নম্বরের টাটা ইন্ডিগো মডেলের একটি কার আটক করে এর আরোহীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিছুক্ষণ পর তাদের বাড়িতে গিয়ে তালাশি চালিয়ে দুই গরু উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এরা দীর্ঘদিন ধরে গরু পাচারের সঙ্গে জড়িত। বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তারা রাতের অন্ধকারে গরু পাচার করতে।

এদিকে, গরু পাচারের সঙ্গে তারা জড়িত বলে দাবি করেছে ধৃত রফিউল হুসেন। তার বক্তব্য, বাগানের পেছনে তাদের অজান্তেই গরু দুটি কোনও দুষ্ট চক্র বেঁধে রেখে গেছে। গাড়িটি হাতিবরুয়া চারালিতে কে নিয়ে গেছে তা সে জানে না বলে পুলিশকে বলেছে।

বিহারে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ১৩৮

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.): করোনার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত বিহারে।রবিবার সেখানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ১৩৮ জন। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯১১৭ বলে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা রাজ্যজুড়ে প্রতিদিন পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু করোনার ভয়াবহতা বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে গোটা দেশে একদিনে আক্রান্ত হয়েছে ১৯৯০৬। ফলে গোটা দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২৮৮৫৯। বিগত ২৪ মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪১০। এখনো পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১৬০৯৫।

করোনা মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১০,১০৬ কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র সরকার : সীতারমণ

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.) : কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোলা পশ্চিমবঙ্গের বঞ্চনার অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। রবিবার বিজেপির ভার্চুয়াল সভা থেকে তিনি দাবি করেন, করোনা মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১০,১০৬ কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিপুল কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরেও রাজ্য সরকার করোনা প্রতিরোধে কোনও ব্যবস্থাই করেনি।

রবিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১০,১০৬ কোটি টাকা দিয়েছেন মোদীজি। করোনার ওষুধ কিনতে ও পরিকাঠামো তৈরিতে দেওয়া হয়েছিল এই টাকা। কিন্তু তার পরও পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতাল ও কোয়ারেন্টাইন সেন্টার তৈরি হয়নি। রাজ্যে ৪২টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল রয়েছে বলে দাবি করতেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু করোনা মোকাবিলায় নেমে ২টির বেশি হাসপাতালকে কাজে লাগানো যায়নি।

নির্মলা সীতারমণের দাবি, পশ্চিমবঙ্গের করোনা পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে পাশের রাজ্যগুলি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাদের সীমানা সিল করে দিয়েছে। তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকারকে সাহায্য করতে যখন কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধিদল পাঠানো হয়েছে তখন তাদের সঙ্গেও অসহযোগিতা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

করোনা পরীক্ষাতেও কারচুপি হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। বলেন, প্রথমে করোনা পরীক্ষাই হচ্ছিল না। পরে পরীক্ষার সংখ্যা বাড়লেও তথ্যে প্রচুর গরমিল ধরা পড়েছে। করোনাযোদ্ধাদের জন্য ৫০ লক্ষ টাকার বিমা করেছে মোদী সরকার। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বলছেন, ওষুধ নেই, পিপিই নেই।

গণ-সংক্রমণ ঠেকাতে রবিবার মধ্যরাত থেকে ফের ১৪ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন কামরূপ মেট্রো জেলায়

গুয়াহাটি, ২৮ জুন (হি.স.) : আজ রবিবার মধ্যরাত থেকে কামরূপ মেট্রো জেলায় আগামী ১৪ দিন অর্থাৎ ১২ জুলাই পর্যন্ত ফের বলবৎ হয়েছে সম্পূর্ণ লকডাউন। করোনার গণ-সংক্রমণ ঠেকাতে এর বিকল্প নেই বলে গত শুক্রবার বিকেলে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন। ড় শর্মা ওই ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে দেন। এবারের লকডাউন আগের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে আরও কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, অসমে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৭,১৬৫ হয়েছে। এর মধ্যে গুয়াহাটিতেই ১,০৬১ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে। তাই একে গণ-সংক্রমণ ধরেই সরকার তার মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে।

সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, এবারের লকডাউনে আগের সব পাস বাতিল করা হয়েছে। লকডাউনের সময়কালে গুয়াহাটি মেট্রোয় কেবল ১০ শতাংশ ব্যাংক খোলা থাকবে। তা-ও সীমিত সংখ্যায়। তবে কোন কোন শাখা খোলা থাকবে তা নির্ধারণ করবেন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া ব্যাংক কর্মচারীদের জন্য স্পেশাল পাস ইস্যু করাতে হবে। তার ব্যবস্থা নিতে হবে ওই সকল কর্তৃপক্ষকে। তাছাড়া গুয়াহাটি মেট্রো এলাকায় প্রবেশ বা বেরোতে, অর্থাৎ যাতায়াতের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে কেবলমাত্র ট্রেন এবং বিমান যাত্রীরা নিজেদের টিকিট দেখিয়ে গুয়াহাটিতে প্রবেশ করতে পারবেন। এছাড়া চিকিৎসার জন্য কেউ আসতে চাইলে সংশ্লিষ্টকে ডাক্তারের প্রমাণপত্র নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য চিকিৎসা পরিষেবা এবং বন্যাত্রাণের সঙ্গে জড়িত যানবাহন চলাচল করতে পারবে। খোলা থাকবে ফার্মাসি, রান্নার গ্যাস কার্যালয় এবং তা গৃহস্থ-গ্রাহকের ঘরে সরবরাহ, পানীয় জল, দুধ, শিশুখাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা। শেষকৃত্যে ২০ জনের বেশি ব্যক্তির সমাগম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

লকডাউনে বন্ধ থাকবে শাক-সবজি, মাছ-মাংস এবং মুদি দোকান। তবে পরিস্থিতি বুঝে সাতদিন পর পর্যালোচনা করে এসব খোলা না খোলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জানানো হয়েছে, কোনওধরনের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, মঠ-মন্দির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সভা, জমায়েতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

এদিকে কামরূপ মেট্রো জেলার অন্তর্ভুক্ত তেল ডিপোগুলি এক সঙ্গে খোলা রাখা চলবে না। এর জন্য একটি তালিকা প্রকাশ করা হবে। সে অনুসারে নির্দিষ্ট এলাকায় নির্দিষ্ট পেট্রোল পাম্প খোলার অনুমতি দেওয়া হবে।

এছাড়া আজ মধ্যরাত থেকে ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে কোনও ব্যক্তি এবং ১০ বছরের কম কোনও শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের বাড়ির বাইরে বের হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এক কথায় কার্ফিউ সদৃশ হবে গুয়াহাটি-সহ গোটা কামরূপ মেট্রো জেলায়।

রাজনৈতিক হিংসার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ নেই, রাজ্যকে তোপ নির্মলার

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ না হওয়ার নেপথ্যে হিংসার পরিবেশকেই দায়ী করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। রবিবার বিজেপির ভার্চুয়াল সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের জন্য দেশি — বিদেশি শিল্পপতিরা মুখিয়ে রয়েছেন। বাধা শুধু রাজনৈতিক হিংসা আর পুলিশের পক্ষপাতদুষ্টতা।'

বারবার বিজেপি নেতানেত্রীরা অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে নাকি গণতন্ত্র নেই। সে কারণে গেরুয়া শিবিরের নেতানেত্রীরা হেনস্তার শিকার হয়। কখনও তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে উঠেছে মারধরের অভিযোগ। আবার কখনও পুলিশের বিরুদ্ধে গেরুয়া শিবির তুলেছে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ। এবার ভার্চুয়াল সভামঞ্চ থেকেও একই অভিযোগ তুলে আক্রমণ শানালেন নির্মলা সীতারমণ। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। তাই এখানে বিনিয়োগ হচ্ছে না। তবে বাংলায় যাতে শিল্প আসে সেই চেষ্টা করছে কেন্দ্র।'

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখিয়ে সীতারমণ বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ফের শিল্পায়ন শুরু হবে। পশ্চিমবঙ্গে বেশি করে বিনিয়োগ আনতে দেশের সমস্ত রাজ্য চেষ্টা চালাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বেশি করে শিল্প আসা উচিত। আসার জন্য শিল্পপতিরা তৈরি। পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের জন্য বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও তৈরি।'এদিন নির্মলা সীতারমণ আরও বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা ঠিক থাকলে পশ্চিমবঙ্গে ফের শিল্পায়নের জন্য সব চেষ্টা হতে পারে। কিন্তু সিপিএম, কংগ্রেস ও তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে হিংসা ছড়িয়ে রেখেছে। যার ফলে মানুষের আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকেছে।'

অসমে ১১১টি কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক পদে বরাক উপত্যকার একজনও নেই, সোচ্চার বিধায়ক কমালাক্ষ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ফের একবার বঞ্চিত হয়েছেন বরাক উপত্যকার বেকার যুবক-যুবতী। কৃষি বিভাগের নিয়োগ তালিকায় বিজেপি সরকার কর্তৃক বরাকের সঙ্গে বঞ্চনা করেছে বলে অভিযোগ করে এর প্রতিবাদে সরব হয়েছে কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

সমগ্র রাজ্যে ১১১টি কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক পদে নিয়োগ তালিকায় বরাক উপত্যকার একজনও বেকার যুবক-যুবতীর নাম নেই। চরম বঞ্চনা করেছে বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল বরাক-ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়-সমতলের সম বিকাশের কথা মুখে যতই বলুন না-কেন, বাস্তবের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর কথার যে কোনও সামঞ্জস্য নেই তা আবার প্রমাণিত হয়েছে। অভিযোগ করেছেন উত্তর করিমগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। বরাকের বিজেপি নেতারা মেরুদণ্ডহীন বলে কটাক্ষ করে কমলাক্ষ বলেন, এই উপত্যকার গরিব বাবা-মায়ের বেকার সন্তানদের চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে বৈষম্যের প্রতিবাদ করার সাহস নেই শাসক দলীয় নেতাদের।

তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন সার্কলের অধীনে শনিবার ১১১ টি পদে কৃষি উন্নয়ন আধিকারিককে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ১১১ টি পদের মধ্যে বরাকের একজন বেকারেরও স্থান হয়নি। বরাকের বেকার যুবক-যুবতীদের সঙ্গে চাকরির ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য হচ্ছে, এ থেকে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে। বিজেপি সরকার যে পুঁজিপতিদের দল, বরাকের গরিবদের বঞ্চিত করে তা পুনরায় প্রমাণ করে দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। তৃতীয় শ্রেণি ও চতুর্থ শ্রেণি পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রেও বরাকের সঙ্গে বঞ্চনা করেছিল রাজ্য সরকার। বিজেপি সরকার কর্তৃক বরাকের যুবক-যুবতীদের সঙ্গে বৈষম্যের আরেক উদাহরণ তুলে ধরে কমলাক্ষ বলেন, সম্প্রতি বিজেপি সরকার হ্যান্ডিক্যাপড কোটায় সমগ্র রাজ্যে বিভিন্ন বিভাগে ৬৫ টি পদে নিযুক্তি দিয়েছিল। সে ক্ষেত্রেও বরাকের দিব্যাঙ্গদের সঙ্গে বঞ্চনা করেছিল বিজেপি সরকার। কিন্তু বরাকের বিজেপি নেতারা মুখে টু শব্দও করেননি বলে কটাক্ষ করেন কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

ডিমা হাসাও জেলার বিদ্যালয়গুলিতে ডিমাসা ভাষা পাঠ্যক্রম চালু হচ্ছে ২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকেই বিজ্ঞপ্তি জারি

হাফলং (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : ডিমাসা লাইডি রিম মেল (ডিমাসা সাহিত্য সভা) এবং বিভিন্ন ডিমাসা সংগঠন দীর্ঘ দিন থেকে ডিমা হাসাও জেলার বিদ্যালয়গুলিতে ডিমাসা ভাষা পাঠ্যক্রম চালু করার দাবি জানিয়ে আসছিল। অবশেষে এই সংগঠনগুলির দীর্ঘ দিনের দাবির অবসান ঘটতে চলছে ২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে।

জানা গেছে, ডিমা হাসাও জেলায় আপার প্রাইমারি (উচ্চ প্রাথমিক) বিদ্যালয়ে ডিমাসা ভাষা পাঠ্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যালয়গুলিতে ২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকেই ডিমাসা ভাষার পাঠ্যক্রম চালু হচ্ছে। ৫০ শতাংশের ভিত্তিতে তৃতীয় ভাষা হিসেবে ৫৪ টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিমাসা ভাষা পাঠ্যক্রম চালু করা হবে। ২০১৯ সালের ১৮ ডিসেম্বরে ৩২৯/২০১২/১৯৪ নম্বরের বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য সরকার। ওই বিজ্ঞপ্তিতে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিমাসা ভাষা পাঠ্যক্রম তৃতীয় ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করার ব্যাপারে অনুমোদন জানানো হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ডিমা হাসাও জেলায় অসমিয়া, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের ৫৪ টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় ভাষা হিসেবে ডিমাসা ভাষা পাঠ্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ডিমা হাসাও জেলার বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক বীরেনসিং ইংতিকে সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলার উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিমাসা পাঠ্যক্রম চালু করা হলে এখনই নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের কোনও প্রয়োজন পড়বে না। অতিরিক্ত শিক্ষকদের নিয়েই আপাতত ডিমাসা ভাষা পাঠ্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে বলে জেলা শিক্ষা দফতরের এক সূত্র জানিয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ক্ষোভে, দুঃখে পদত্যাগ করলেন করণ জোহর

প্রচলিত আছে, জোহরের জহুরি চোখে প্রচুর তারকা পেয়েছে বলিউড। কার মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে, কার নেই, তা নিখুঁত দৃষ্টিতে বলিউডকে বেছে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তাঁদের নতুন নতুন কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। তাঁদের কাছে করণ জোহর তাই গডফাদার। কিন্তু ১৪ জুনের পর তিনি যেন খলনায়কে পরিণত হতে চলেছেন।১৪ জুন উপমহাদেশের বিনোদন দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে কারও দিকে অভিযোগের আঙুল না তুলেই নীরবে-নিভৃতে এক বুক হতাশা আর বিষণতা নিয়ে চলে গেলেন বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। তিনি মৃত্যুর আগে কোনো চিরকুট লেখেননি। শোকে স্তব্ধ বলিউডে সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে নানামুখী গবেষণা। একে একে মুখ খুলছেন নেপোটিজমের শিকার অভিনয়শিল্পী ও পরিচালকেরা। আর এই ঝড়ে সবচেয়ে বেশি বিদ্ধ হলেন পরিচালক-প্রযোজক করণ জোহর।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বলিউডের একাংশও সরাসরি করণ জোহরকেই দায়ী করলেন সুশান্ত সিং রাজপুতের অকালমৃত্যুর জন্য। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে বিহারের আদালতে মামলাও দায়ের করা হয়েছে আত্মহত্যায় পরোক্ষে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য। এই সব বিতর্কের মধ্যেই ফের নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে এলেন করণ জোহর। সম্প্রতি মুম্বাই মিরর-এ প্রকাশিত খবরে জানা গেছে রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন করণ জোহর।শোনা যাচ্ছে, সুশান্ত প্রসঙ্গে বলিউডে তাঁর সহকর্মীদের থেকে যে ব্যবহার পেয়েছেন, তাতে মর্মাহত করণ। স্বজনপোষণের বিতর্কে পাশে পাননি কাউকেই। আর তাই মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসবের মতো মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবছেন না করণ। বরং তিনি ইতিমধ্যে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম পরিচালক স্মৃতি কিরণের কাছে। মুম্বাই মিরর-এর রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, মুম্বাই চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারপারসন দীপিকা পাড়ুকোনও নাকি করণ জোহরকে অনেক বুঝিয়েছেন এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে, তবুও কোনো লাভ হয়নি। করণ জোহর ছাড়া এ উৎসবের বোর্ড সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জোয়া আখতার, কবীর খান, সিদ্ধার্থ রয় কাপুর, বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে ও রোহন সিপ্পি।

প্রসঙ্গত, সুশান্ত সিং রাজপুতের অকালমৃত্যুর খবরে শোকাহত করণ জোহর সরাসরি নিজেকে দোষারোপ করেছিলেন। মৃত্যুর খবরের ধাক্কা খানিকটা সামলে উঠেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে তিনি লেখেন, 'গত বছর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ না রাখার জন্য অনুতপ্ত আমি। কখনো কখনো মনে হয়েছিল তুমি তোমার জীবন নিয়ে বলতে চাও কাউকে, কিন্তু কোনো দিনই সেই অনুভূতি ভাগ করে নিতে পারিনি। আর কোনো দিন এই ভুল করব না।' করণের এই উদার মন্তব্যটিও ভিন্ন চোখে দেখছেন কেউ কেউ। এই পোস্ট নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন। বলেছিলেন, কেন নিজে থেকে এই অপরাধবোধের প্রসঙ্গ তুললেন পরিচালক। তাহলে কী সবার চোখের আড়ালে থেকে গিয়েছে কোনো অজানা অপ্রিয় সত্য।

এই ঘটনার জেরে করণ জোহরকে আনফলো করতে শুরু করেছেন নেটিজেনরা। ইতিমধ্যে করণ জোহরের ২৫ লাখ ভক্ত ঝরে গেছে। এখন আছে ১ কোটি ৭০ লাখ। এখানে শেষ না। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে অনলাইন পিটিশন। নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম, হট স্টারের মতো জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্মেও যাতে এ তারকার কোনো ছবির প্রমোশন না হয়, তার জন্যও ভেবে দেখার অনুরোধ করা হয়েছে পিটিশনে। করণ জোহরকে পুরোপুরি বয়কটের দাবি জানানো হয়েছে।

পরেশ রাওয়ালের প্রকৃত নায়কের সংজ্ঞা হোক প্রসারিত

শুভঙ্কর দাস

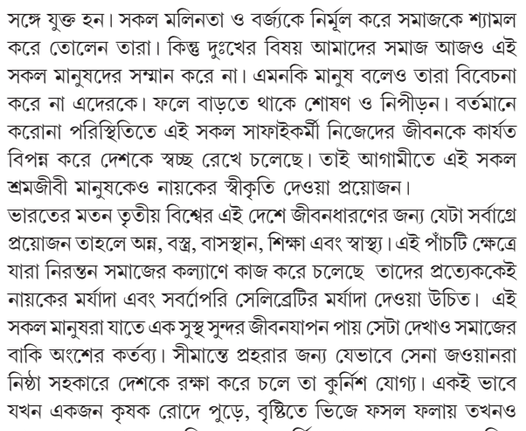

ছোটবেলা থেকে এখনও পর্যন্ত হিরো বা নায়ক কথাটা বললেই চোখের সামনে টলিউড ও বলিউড নায়কদের কথা মনে পড়ে যায়। যারা প্রতিটা ছবিতে একা হাতে দুষ্টের দমন করে চলে। এরা একাই ১৫ থেকে ২০ জন দুর্বৃত্তকে শায়েস্তা করতে পারে। ভৌত বিজ্ঞানের যাবতীয় সূত্রকে খন্ডন করে শূন্যে গাড়ি এবং বাইক ওড়াতে পারে। আবার কখনো খুব সুন্দরী নায়িকাকে নিজের প্রেমের মহিমায় বশে আনতে পারে। বাস্তব জীবনের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে ৭০ এমএম - এর রুপোলি পর্দার নায়কদের কোনও মিল নেই। এই সকল নায়করা স্বপ্নের মধ্যেই পশ্চিম ইউরোপ বা মার্কিন মুল্লুকের কোনও শহরে স্বল্পবসনা নায়িকার সঙ্গে নেচে বেড়ায়। প্রেক্ষাগৃহে বসে থাকা কালোমাথাগুলি সেই সব দৃশ্য দেখে এদেরকেই নিজেদের জীবনের পথপ্রদর্শক মনে করতে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি বলিউডের বর্ষীয়ান ও প্রাজ্ঞ অভিনেতা পরেশ রাওয়াল আমাদের কাছে নায়কের প্রকৃত সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন। তার মতে প্রতিনিয়ত দেশ এবং সমাজের জন্য যারা নিজেদের জীবনের সর্বোচ্চ বলিদান দিয়ে চলেছে তারাই আমাদের কাছে প্রকৃত নায়ক। সেনাবাহিনীর জওয়ান এবং পুলিশকর্মীরাই আমাদের আসল নায়ক। বর্ষীয়ান এই অভিনেতা এও জানিয়েছেন আগামী প্রজন্মের কাছে প্রকৃত নায়কের সংজ্ঞা তুলে ধরতেই তার এই উদ্যোগ। চলচ্চিত্র অভিনেতাদের এন্টারটেইনার বা বিনোদনকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন তিনি।

পরেশ রাওয়ালের এই ভাবনা আমাদের চেতনার সত্তাকে আরো প্রস্ফুটিত করে তুলেছে। কিন্তু তারই ভাবনার আরো বেশি সম্প্রসারণ হওয়া দরকার। শুধু সেনা জওয়ান বা পুলিশকর্মী নয় একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গেলে দায়িত্ববান ও কর্তব্য পরায়ণ মানুষরাই আমাদের প্রকৃত নায়ক হওয়া উচিত। সরকারি কার্যালয় যে আমলা প্রতিনিয়ত জনসেবার তাগিদে দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে তাদেরও নায়ক হিসেবে অভিহিত করা উচিত। প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষক নিজের সমস্ত অন্তর নিংড়ে নবীন প্রজন্মকে শিক্ষাঙ্গনে অনুপ্রাণিত করে চলেছে তাকেও আমাদের সমাজের পথপ্রদর্শক হিসেবে সম্মানিত করা দরকার।

সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীতে থাকা মানুষগুলো আমাদের কাছে নায়ক। কারণ এই প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষেরাই সাফাইকর্মীর পেশার সঙ্গে যুক্ত হন। সকল মলিনতা ও বর্জ্যকে নির্মূল করে সমাজকে শ্যামল করে তোলেন তারা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজ আজও এই সকল মানুষদের সম্মান করে না। এমনকি মানুষ বলেও তারা বিবেচনা করে না এদেরকে। ফলে বাড়তে থাকে শোষণ ও নিপীড়ন। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতিতে এই সকল সাফাইকর্মী নিজেদের জীবনকে কার্যত বিপন্ন করে দেশকে স্বচ্ছ রেখে চলেছে। তাই আগামীতে এই সকল শ্রমজীবী মানুষকেও নায়কের স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতের মতন তৃতীয় বিশ্বের এই দেশে জীবনধারণের জন্য যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহলে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। এই পাঁচটি ক্ষেত্রে যারা নিরন্তন সমাজের কল্যাণে কাজ করে চলেছে তাদের প্রত্যেককেই নায়কের মর্যাদা এবং সর্বোপরি সেলিব্রেটির মর্যাদা দেওয়া উচিত। এই সকল মানুষরা যাতে এক সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন পায় সেটা দেখাও সমাজের বাকি অংশের কর্তব্য। সীমান্তে প্রহরার জন্য যেভাবে সেনা জওয়ানরা নিষ্ঠা সহকারে দেশকে রক্ষা করে চলে তা কুর্নিশ যোগ্য। একই ভাবে যখন একজন কৃষক রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল ফলায় তখনও তার শ্রমকে সমাজের বাকি অংশের কুর্নিশ জানানোর প্রয়োজন। কিন্তু দেনার দায়ে কৃষকের আত্মহত্যা আমাদের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে না। ছিঁচকে চুরি এবং ডাকাতির খবরের মতই এটাও স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার এতগুলো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও সংবাদপত্রের ভেতরের পাতায় ছোট্ট করে যখন একটি কৃষকের আত্মহত্যার খবর ছাপা হয় তখন আমাদের দেশ ও সমাজের মাথা নত হয়। আমাদের সাফল্য এবং গগনচুম্বী অহংকারের দম্ভ মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে পড়ে। তাই কৃষকদেরও ভাল থাকাটা প্রয়োজন। কারণ তারাই প্রকৃত রবিনহুড।

তৃতীয় বিশ্বের এই দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবায় সামান্যই অর্থ বাজেটে বরাদ্দ করা হয়। তা সত্ত্বেও যে চিকিৎসক ও নার্স প্রতিকূলতার মধ্যেও নিরন্তর রোগীদের সেবা করে চলে তারাও আমাদের প্রকৃত নায়ক।

সত্যজিৎ রায় তার নায়ক ছবিতে যে চিত্রাভিনেতা কথা তুলে ধরেছিলেন সে তার নিজের সাফল্য ও ব্যর্থতার জগতেই মগ্ন। কিন্তু আমাদের প্রকৃত নায়কেরা সমাজ সেবায় মগ্ন।

কিন্তু তাই বলে কি চিত্রাভিনেতাদের কোন ভূমিকায় থাকবে না। এমনটাও আবার হতে পারে না। পরেশ রাওয়াল দাবি করেছেন যে চলচ্চিত্র সঙ্গে যুক্ত লোকেদের আমরা শুধু বিনোদনকারী হিসেবে মনে রাখবো। কিন্তু তেমনটা হলে চলচ্চিত্রের মূল লক্ষ্য পূরণ হবে না। এর বড় কারণ হচ্ছে বহু পরিচালক রয়েছেন যারা ছবির মধ্যে সমাজের বাস্তবতা সমাজের নির্মমতাকে ফুটিয়ে তোলে। চলচ্চিত্রবোদ্ধারা এই সকল ছবিগুলিকে আর্ট ফিল্ম বলে দূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু এই ঘরানার ছবি সাধারন মানুষদের আরো বেশি করে দেখা প্রয়োজন। তাতে করে তাদের চেতনার উন্মেষ হবে। এই ধরণের ছবির সঙ্গে যুক্ত চিত্রভিনেতার থেকে পরিচালক সকলকেই সমাজচিন্তক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত আমাদের। আর সমাজের চেতনাকে বিকশিত করতে নিরন্তন প্রতিটা মানুষকে গ্রন্থাগারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

আমাকে দিয়ে ভালোই কমেডি হবে- ইলিয়ানা

৩২ বছর বয়সী ইলিয়ানা ডি ক্রুজের শুরুটা দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় হলেও বলিউডে জায়গা করে নিতে সময় লাগেনি। বলিউডের রাস্তায় হাঁটা শুরুই করেছেন পরিচালক অনুরাগ বসুর হাত ধরে, রণবীর কাপুর ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পর্দা ভাগ করে। তাঁকে সর্বশেষ দেখা গেছে পাগলপান্তি ছবিতে। শিগগিরই তাঁকে দেখা যাবে কুকি গুলাটি পরিচালিত দ্য বিগ বুল ছবিতে, অভিষেক বচ্চন ও অজয় দেবগণের সঙ্গে।তামিল, তেলেগু, কন্নড় ও হিন্দি ভাষার ছবিতে কাজ করা এই অভিনয়শিল্পীর মতে, গল্প আর চরিত্রটাই মুখ্য, ইন্ডাস্ট্রি বা ভাষা নয়। ইলিয়ানা ডেকান ক্রনিকলকে বলেন, 'আমি বলিউডে আসার আগে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে দক্ষিণ ভারতের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে নিজের একটা শক্ত অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিলাম। তারপরও আমি হিন্দি সিনেমার দুনিয়াতে পা রাখার ঝুঁকি নিয়েছিলাম। কারণ, বারফি ছবির সবকিছুই আমার ভালো লেগেছিল। হলিউড, বলিউড বা দক্ষিণ ভারত নয়, আমার কাছে গল্পটাই মুখ্য, ওই গল্পে আমার চরিত্রটা মুখ্য।'তবে গল্প ছাড়াও কমেডি ঘরানার ছবির প্রতি বিশেষ টান অনুভব করেন ইলিয়ানা। 'সিরিয়াস' ছবি তাঁর বিশেষ পছন্দ নয় বলেও জানান তিনি। বলেন, 'আমি সিরিয়াস ছবিতে নিজেকে প্রমাণ করেছি। আর কত ভাল্লাগে! মূলত পরিবর্তনের জন্য, নিজেকে নানা চরিত্রে পরীক্ষা করে প্রমাণ করার জন্য আমি কমেডি ছবিতে কাজ করা শুরু করি। তারপর কমেডির প্রেমে পড়ে যাই। মুবারক সিনেমার পর নিশ্চয়ই পরিচালক, প্রযোজকেরাও কমেডি চরিত্রে আমাকে নিতে ভালোবাসবেন। আমিও এখন বিশ্বাস করি, আমাকে দিয়ে ভালোই কমেডি হবে।'এত কথা বললেও নিজের পরের ছবি নিয়ে টু শব্দটি করেননি ইলিয়ানা। কেবল জানিয়েছেন, দ্য বিগ বুল ছবিতে বলিউডের তথাকথিত নায়িকার ভূমিকায় তিনি দেখা দেবেন না।বরফি ছবিতে অন্য রকম একটি চরিত্র দিয়েই বলিউড কাঁপিয়ে অভিষেক। অবশ্য ২০১২ সালে হিন্দি ছবি 'বরফি'তে সহ-অভিনেত্রীর চরিত্রে অভিনয় করার ছয় বছর আগে থেকেই ইলিয়ানা তেলেগু ছবির নিয়মিত নায়িকা। বলিউডে 'বাদশাহো', 'ফাটা পোস্টার নিকলা হিরো', 'রুস্তম', 'ম্যায় তেরা হিরো' এই নায়িকার আলোচিত কিছু কাজ।

ভিকিকে ক্যাটরিনার শুভেচ্ছা

শনিবার ছিল "উড়ি"র অভিনেতা ভিকি কৌশালের জন্মদিন। সারাবিশ্বের মত বলিউডের তারকারাও আছেন লকডাউন অবস্থায়। আছেন ভিকিও। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে থেমে থাকেনি তার জন্মদিনের ভার্চুয়াল উদযাপন।যারা যারা অন্তর্জালে ভিকিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেনে তাদের মধ্যে ক্যাটরিনা কাইফ একটু বিশেষ করে নজর কেড়েছেনই বটে।কারণ বলিউডে জোর গুঞ্জন আছে যে ভিকি আর ক্যাটরিনা এখন চুটিয়ে প্রেম করছেন।ঢাকঢোল পিটিয়ে রনবীর কাপুরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর ক্যাটরিনাকে নিয়ে নানা রকমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে।কিন্তু ভিকিতে এসেই যেন স্টেশন পেল গুঞ্জনের রেলাগাড়ি।শোনা গেছে এরমাঝেও লুকিয়ে লুকিয়ে ক্যাটের বাড়ি ঘুরে এসেছেন ভিকি।ক্যাটরিনা অবশ্য এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। বরাবরের মতই তিনি চুপ। জন্মদিনেও কোনও ছবি পোস্ট করেননি।উড়ি সিনেমার জনপ্রিয় সংলাপের আদলে লিখেছেন 'মে দ্যা জোশ অলয়েজ বি হাই' আর পোস্ট করেছেন ভিকির একটি এনিমেশন - থ্রিডি ছবি।লকডাউনের পর এই জুটি জোরেশোরেই জনসম্মুখে আসবে বলে ধারনা করছে বলিউড।

ভারতীয় সংগীত জগতেও স্বজনপ্রীতি নিয়ে ক্ষোভ

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে 'স্বজনপ্রীতি' নিয়ে ওঠা ঝড় ভারতীয় সংগীত জগতেও আঘাত হেনেছে। আর সেটা শুরু হয়েছে সনু নিগমের অভিযোগের পর।কণ্ঠ শিল্পী, সুরকার ও গীতিকাররা বিভিন্ন সংগীত প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি থাকার বিষয়ে আলোকপাত করে সনু নিগমের ভিডিও পোস্টের পর আদনান সামি বড় আকারেই ক্ষোভ ঝেড়েছেন তার ইন্সটাগ্রামে।আদনান সামির ইন্সটাগ্রাম পোস্ট থেকে নিউজএইটিন ডটকম জানায়, নতুন প্রতিভারা প্রতারিত হচ্ছে আর তাদের সৃজনশীলতা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত।আদনান লেখেন, "নতুন ও অভিজ্ঞ শিল্পী, সুরকার ও প্রযোজকরা যারা প্রতারিত হয়েছেন তাদের কাছ থেকে ভারতীয় সংগীত ও চলচ্চিত্র জগতে সত্যিকারের একটা ধাক্কা প্রয়োজন। যাদের মধ্যে সৃজনশীলতার কোনো ধারণাই নেই তাদের মাধ্যমে কেনো সৃজনশীলতা নিয়ন্ত্রিত হবে।"

তিনি আরও লেখেন, "ভারতে এত মানুষ। তাদের জন্য নতুন কোনো কিছু উপহার না দিয়ে শুধু 'রিমেইক' আর 'রিমিক্স' দিয়ে সংগীত জগত চালাতে হবে কেনো। বন্ধ কর এসব। সত্যিকারের প্রতিভাদের সুযোগ দাও, অভিজ্ঞদের নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ দাও এবং সংগীত ও চলচ্চিত্র জগতে সৃজনশীলতার শান্তি নিয়ে আস। তোমারা কি ইতিহাস থেকে কিছু শিখতে পার না। জান-না শিল্প ও সৃজনশীলতার সম্পর্ক কোনো ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। যথেষ্ট হয়েছে। বন্ধ কর এসব।"

এই পোস্টের উত্তরে সংগীত শিল্পী আলিশা চেনাই এসে লেখেন, "ভারতের চলচ্চিত্র ও সংগীত জগত হচ্ছে বিষাক্ত জায়গা। এই জগতের মাফিয়ারা ভয় ও শক্তি দিয়ে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। নৈতিকতা ও 'ফেয়ার প্লে' বলতে কিছু নেই। শ্রদ্ধা ও সম্মানের পরিবর্তে তারা তোমাকে ব্যবহার করবে প্রতারণাপূর্ণ চুক্তিবদ্ধের মাধ্যমে। আর তাদের হয়ে তোমাকে খেলতে বাধ্য করবে। এই কারণে চলচ্চিত্র ও সংগীত ধ্বসে যাচ্ছে। কর্মফল পেতেই হবে।"সংগীত জগতের পক্ষ থেকে সনু নিগম প্রথম এই বিষয়ে ইন্সটাগ্রামে ভিডিও আপলোড করে বলেন, "সংগীত জগতে অসাধু চর্চার জন্য কোনো শিল্পী আত্মহত্যা করলে অবাক হব না।"পাশাপাশি তিনি দুটি 'মিউজিক লেবেলস'কে দায়ী করেন যারা এই জগত নিয়ন্ত্রণ করছে।সোমবার তিনি আরেকটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে 'টি সিরিজ' এর নাম উল্লেখ করে এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভুশান কুমারকে সাবধান করেন।

শনিবার আগরতলায় বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে বিধায়ক অলিক মজুমদার। ছবি- নিজস্ব।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৭২ বেড়ে পশ্চিমবঙ্গে মোট করোনায় আক্রান্ত ১৭,২৮৩জন

কলকাতা, ২৮জুন (হি. স): রোজই করোনায় রেকর্ড গড়ছে পশ্চিমবঙ্গ। রবিবার ফের একবার লাফিয়ে বাড়ল রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হন ৫৭২জন। যা এই যাবৎ সর্বাধিক। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে ১০জনের। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪০৪ জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৫৪৫১। রবিবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭,২৮৩জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১১,১৯৩জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬৩৯জনের। রাজ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৬৪.৭৬ শতাংশ।
এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ১৭১টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫৭৩। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪৭জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৩২৭০জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৭জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৩৬৬জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৯৩৭জন। বাকি মৃতদের মধ্যে একজন মুর্শিদাবাদ, একজন পূর্ব বর্ধমান ও একজন হাওড়ার বাসিন্দা।
এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১০হাজার ৫৬৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪ লাখ ৬৮হাজার ৯০৬টি। এখন রাজ্যে ৫১টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ৬হাজার ৯৩৭জন। সরকারি একান্ত বাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ৯৫হাজার ৩৮৩জন। এখন বাড়িতে একান্ত বাসে রয়েছেন ৭৭হাজার ২১৭জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ২লাখ ৩১হাজার ২৯৩জনের। এদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ৪হাজার ২৩০টি ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টিন বানানো হয়েছে। যেখানে রয়েছেন, ২৪হাজার ৩৭৪জন। এখান থেকে ছাড়া পেয়েছেন ২ লাখ ৩৭হাজার ৯৪৩জন। নতুন করে রাজ্যে শুরু হয়েছে " সেফ হোম" - এ রাখার প্রক্রিয়া। রাজ্যে ১০৬টি সেফ হোমে ৬ হাজার ৯০৮টি শয্যা রয়েছে। সেখানে রয়েছেন ৪৫৫জন সামান্য উপসর্গ যুক্ত ব্যক্তি।

বীমার টাকা হাতানোর জন্য চুরির নাটক ব্যবসায়ীর, শেষরক্ষা হল না

জীবনতলা, ২৮ জুন (হি. স.): বীমার টাকা হাতানোর জন্য নিজেরই মোবাইল ফোনের দোকানে চুরি হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন দক্ষিন ২৪ পরগনার জীবনতলা থানায় খোদ দায়ের করেন দোকানের মালিক নূর মহাম্মদ মোল্লা। গত ২৫ শে জুন তারিখে জীবনতলা থানায় তিনি লিখিত অভিযোগ জানান এ বিষয়ে। নগদ দশ লক্ষ টাকা ও বেশ কিছু দামি মোবাইল ফোন চুরি গিয়েছে বলে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নামে জীবনতলা থানার পুলিশ ও বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সদস্যরা। তদন্তে নেমে রহস্যের উদ্ঘাটন করে পুলিশ।দোকান মালিক নূর মহম্মদ নিজেই নিজের দোকান চুরির মিথ্যা ফাঁদ পেতেছিল। পুলিশি জেরায় সে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। গত ২৪ শে জুন রাতে জীবনতলা থানার সামনেই আলি মোবাইল সেন্টার থেকে নগদ দশ লক্ষ টাকা ও বেশ কিছু দামি মোবাইল চুরির হয় বলে জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করে জীবনতলা থানার পুলিশ। সাথে বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সদস্যরা ও তদন্তে নামে। তদন্তে নেমে জীবনতলা থানার পুলিশ দোকান মালিক নূর মোহাম্মদ মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার কথায় অসংগতি ধরা পড়ে।পুলিশি জেরায় পরে তিনি স্বীকার করেন যে এই টাকা ও মোবাইলের নাটক সাজিয়েছিলেন ইন্সুরেন্স কোম্পানি থেকে টাকা হাতানোর জন্য। পুলিশের জেরায় তিনি আরও জানান তার দোকানের ভিতরেই তিনি লুকিয়ে রেখেছেন খোয়া যাওয়া মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা। সেই মোতাবেক জীবনতলা থানার পুলিশ ঐ দোকানে তল্লাশি চালিয়ে মোট এগারোটি মোবাইল ফোন ও নগদ সত্তর হাজার টাকা উদ্ধার করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ব্যবসা করতে গিয়ে এলাকায় প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা দেনা হয়ে গিয়েছিলেন ঐ ব্যবসায়ী। পাওনাদারদের চাপে বাইরে চলাফেরা দায় হয়ে উঠেছিল তার। আর সেই কারনেই তিনি নিজের দোকানে চুরির মিথ্যা অভিযোগ এনে বীমা কোম্পানির টাকা হাতানোর চেষ্টা করেছিলেন। ঘটনার দুদিনের মধ্যেই ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন হওয়ায় খুশি জীবনতলা থানার পুলিশকর্মীরা।ক্যানিংয়ের এসডিপিও দেবী দয়াল কুণ্ডু রবিবার সকালে এ বিষয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন নিজের অফিসে।সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "বীমা কোম্পানির টাকা হাতানোর জন্যই এই ছক কষেছিল খোদ দোকানের মালিক।তবে পুলিশ দুদিনের মধ্যেই রহস্যের উদ্ঘাটন করেছে "।

খানাখন্দ রাস্তার উপর ধান গাছের চারা রোপন করে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানাল যুব মোর্চা

হুগলি, ২৮ জুন (হি.স.): আরামবাগের পুরাতন বাজার রাস্তা খারাপের জন্য ধান গাছের চারা রোপন করে অভিনব কায়দায় রাস্তা সারাইয়ের প্রতিবাদ জানানো হল আরামবাগ বিজেপি যুব মোর্চা পক্ষ থেকে। আরামবাগ পুরাতন বাজারে রাস্তায় জমে থাকা জলে ধান বীজ রোপন করে দেন তারা।এমনি চিত্র হুগলির আরামবাগ পৌরসভার পুরাতন বাজার এলাকায়।জানা গেছেএক সময়ের পিচের এই রাস্তা এখন জল কাদাময়। চলাচলের অযোগ্য।বাজার করতে আসা ক্রেতা ও নিত্যযাত্রীদের যেতে সমস্যা হচ্ছে। আরামবাগ গৌরহাটি মোড় থেকে প্রায় ২ কিমি দূরে দারকেশ্বর নদীর লাগোয়া এই বাজার এলাকা। নিত্যযাত্রীদের রাস্তা আর রাস্তাতে নেই, খানাখন্দে পরিবর্তন হয়েছে এখন। তাই বিপজ্জনক রাস্তায় আপাতত চলাচল একপ্রকার বন্ধ। তবে পুরানো বিল বাকি থাকায় পুরাতন বাজার এলাকার রাস্তা মেরামতের কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। আরামবাগ পৌরসভার তরফ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। আরামবাগ বিজেপি যুব মোর্চা নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ জানান, আরামবাগে এই রাস্তাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি তাই আমরা এই প্রতিবাদ করতে পথে নেমেছি।

মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী

ভাঙড়,২৮ জুন (হি. স.): মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হলেন এক যুবক।মৃতের নাম অসিম নস্কর (৩৪)। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় থানার অন্তর্গত গড়ানবেরিয়া গ্রামের বাসিন্দা তিনি। রবিবার সকালে বাড়ির কাছেই তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়।পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে ভাঙড় থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন অসিম। পেশায় সবজি বিক্রেতা হলেও লকডাউনের পর থেকে যথেষ্ট মানসিক অবসাদের মধ্যে ছিলেন তিনি। তার চিকিৎসাও চলছিল।এরমধ্যে হঠাৎ তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন। এই ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।পরিবারের সদস্যদের দাবি লকডাউনের জেরে রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনেই আরও বেশি করে মানসিক অবসাদে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। আর সেই কারনেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

ওরা বুঝতে দেরি করেছে, তৃণমূলের ভার্চুয়াল বৈঠক নিয়ে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ২৮ জুলাই (হি স): করোনা আবহে দূরত্ব বজায় রাখতে সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে এক ভার্চুয়াল ড্রাইভ শুরু করেছে বঙ্গ বিজেপি। আর এবার তৃণমূলের আর এক নয়া কর্মসূচি " সোজা বাংলায় বলছি " শুরু করতে চলেছে। আর এরপরেই "ওরা বুঝতে দেরি করেছে" বলে তৃণমূলের কর্মসূচিকে কটাক্ষ করে সুর চড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।
এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, " ওরা বুঝতে দেরি করে ফেলেছে। এটা আরও আগে করা উচিত ছিল। আমাদের কর্মসূচিতে মানুষের দারুণ সাড়া পাচ্ছি।

ছয়ের পাতায়

করিমগঞ্জের কাঁঠালতলিতে নেশার কফ সিরাপ সহ আটক তিন

বাজারিছড়া (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : রাতে অন্ধকার এবং বৃষ্টির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরায় নেশা দ্রব্য পাচার করতে গিয়ে সিরাফ করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন কাঁঠালতলি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছ তিন মাদক কারবারি। পুলিশ তাদের হেফাজত থেকে বহু পরিমাণের নেশার কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে। ধৃত পাচারকারীদের সুলতান আহমদ, বদরুল হক এবং মণির উদ্দিন বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের সকলের বাড়ি কাঁঠালতলি এলাকায়।
প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার সন্ধ্যায় কাঁঠালতলি পুলিশের একটি দল অসম-ত্রিপুরা বিকল্প জাতীয় সড়কে নেশা পাচারকারীদের ধরতে ওত পেতে থাকে। এক সময় সাফল্য পায় পুলিশ। কিন্তু নেশার ওষুধ সহ তিন পাচারকারীকে ধরার পর নাকি তাদের ছাড়িয়ে নিতে পুলিশের সাথে চলে রফা আলোচনা। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকার একাংশ মানুষ পুলিশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। পরে আজ রবিবার সকালে কাঁঠালতলি পুলিশ উদ্ধারকৃত কফ সিরাপ সহ ধৃতদের বাজারিছড়া থানায় স্থানান্তরিত করে। তবে স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা এ ক্ষেত্রে পুলিশের স্বচ্ছতা নিয়ে সন্দিহান।

মৃত্যুর পর রিপোর্ট পজিটিভ, সাধারণ সৎকারের পর আতঙ্কে পরিবার

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.): সাধারণ শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয়েছে প্রৌঢ়ের। সেই মত সাধারণভাবে দাহও করা হয়েছে তাঁকে। মৃত্যুর শংসাপত্রে করোনার উল্লেখও নেই। কিন্তু মৃত্যুর পর খবর এল করোনা পজিটিভ। এমনটাই জানিয়েছে নীল রতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে পরিবারের মধ্যে। প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালের ভূমিকা নিয়ে।
গত ২১ জুন শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়াতে সুভাষগ্রামের সঞ্জয় সেন (৪৩) স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে অবশ্য তার লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তারপর বাড়ি চলে আসেন তিনি। কিন্তু আবার শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকায় অ্যাম্বুলেন্স ডেকে ওই ব্যক্তিকে নীলরতন হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ওই ব্যক্তির জ্বর শ্বাসকষ্ট সহ করোনার উপসর্গ থাকায় তার নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ২৩ জুন রিপোর্ট আসে নেগেটিভ। কিন্তু শ্বাসকষ্ট না কমায় চিকিৎসা চলছিল।
এরপর ২৪ তারিখ ওই ব্যক্তি মারা যান। পরিবার সাধারণ ভাবেই তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন করে। কিন্তু তার একদিন পরেই সঞ্জয় বাবুর বাড়িতে স্বাস্থ্য ভবনের থেকে লোক এসে জানায় নাইসেড থেকে তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এই খবরের পর আতঙ্ক ছড়িয়েছে পরিবারের মধ্যে। এই সেন পরিবারের কথায়, "নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ জানিয়েছিল, সাধারণভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু। আমরা তাই সাধারণভাবেই সৎকার করেছি। অনেকেই তো ওই মৃতদেহের সংস্পর্শে এসেছিল।"

সাঁকরাইলে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক যুব তৃণমূল কর্মীর, আহত তিন

ঝাড়গ্রাম, ২৮ জুন (হি. স.): রবিবার বিকেলে মেঘ বৃষ্টির সময় বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক যুব তৃণমূল কর্মীর। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন তিন জন জুনিয়র কনস্টেবল ও এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। এদিন এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের রগড়াতে।
পুলিশ জানিয়েছে মৃত ওই যুবকের নাম মন্টু চৌধুরী (২৯)। তিনি যুব তৃণমুলের কর্মী ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন রগড়া এলাকায় একটি ক্লাব ঘরে তিনজন জুনিয়ার কনস্টেবল ও একজন সেভিক ভলেন্টিয়ার দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ মুশলধারায় বৃষ্টিপাত শুরু হয়। তার সাথে ব্যাপক বজ্রপাত। সেই সময় বাজ পড়লে মন্টু চৌধুরী গুরুতর ভাবে আহত হয়। তার সাথে চার জন পুলিশ কর্মীও আহত হয়। পরে স্থানীয় মানুষজনেরা গুরুতর আহত অবস্থায় মন্টু বাবু ও চার পুলিশ কর্মীকে উদ্ধার করে ভাঙ্গাগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকেরা মন্টু বাবুকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। বাকি চার পুলিশ কর্মীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে যুব তৃণমুলের কর্মীর মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌছানোর পরেই গোটা এলাকা জুড়ে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।
রগড়া অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি পঞ্চানন দাস বলেন ' মন্টু আমাদের যুব তৃণমূলের কর্মী।ও এবং চার জন পুলিশ কর্মী ক্লাব ঘরে ছিলেন।সেই সময় বাজ পড়ে।মন্টু গুরুতর আহত হন।তাকে আমরা ভাঙাগড় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।চার পুলিশ কর্মীও আহত হন।'

এবার মহানগরীর হোটেলে "নো এন্ট্রি" চিনাদের

কলকাতা,২৮ জুন (হি স): কিছুদিন আগেই লাদাখ সীমান্তে ভারত এবং চিনের মধ্যে বাঁধে সংঘর্ষ। ভারত-চীন সেনাদের সংঘর্ষে শহীদ হয়েছেন ২০ জন ভারতীয় জওয়ান।আর সেই ক্ষোভে ফুঁসছে কলকাতাও। চীনা হামলার প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই চিনা দ্রব্য বয়কটের ডাক দিয়েছেন অনেকেই। তারই মাঝে এবার মহানগরীর বেশ কিছু হোটেলে চিনাদের "নো এন্ট্রি" করে দিল কর্তৃপক্ষ। পার্ক স্ট্রিট, রয়েড স্ট্রিট, মির্জা গালিব স্ট্রিট শহরে ব্যবসা করতে আসা চিনা নাগরিকদের চেনা ডেরাগুলোর অন্যতম। এবার শহরের হোটেলে চীনা নাগরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করল হোটেলগুলি নিজেরাই।পার্ক ইন হোটেলে থেকে মির্জা গালিব স্ট্রিটের প্রেসিডেন্সি ইন অন্যদিকে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের হোটেল বেঙ্গল বেশকিছু হোটেলের প্রবেশদ্বার থেকে রিসেপশন সর্বত্র সাদা কাগজে কম্পিউটার প্রিন্টে ছাপা " চাইনিজ বর্ডারস আর নট অ্যালাউড "।

কাশীপুরে অজ্ঞাত পরিচয় তরুণীর পচা গলা দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.): রবিবার অজ্ঞাত পরিচয় এক তরুণীর দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো উত্তর কলকাতার ৯৬, কাশীপুর রোডে। পুলিশ এসে ওই তরুণীর পচা গলা দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান ওই তরুণী তাঁদের এলাকার নন।
স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই পচা গন্ধ পাচ্ছিলেন তাঁরা। এরপর আজ পুলিশকে খবর দিতে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ছয় ফুটের টালির ঘরে ওরনা দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে তরুণীকে। এদিকে বাড়ির দরজায় বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। কিন্তু একদিকের দেওয়াল ভাঙ্গা ছিল। পাশাপাশি নিচু ঘরে কিভাবে ঝুলে পড়ে মৃত্যু হতে পারে তাই ভাবাচ্ছে পুলিশকে।
অন্যদিকে, এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ হয়ত কোনও কুকর্ম করে মেয়েটিকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ওই বাড়ি টি যে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল এবং ওই বাড়িতে কেউ থাকে না সেটা অভিযুক্ত রা জানত। পুলিশ জানিয়েছে ময়না তদন্তের রিপোর্ট এলেই আসল ঘটনা বোঝা যাবে, আদৌ এটি আত্মহত্যা নাকি খুন।

রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীরা এবার পাবে ইনসেনটিভ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৮ জুন (হি স):করোনা আতঙ্কে ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। কিন্তু এই কঠিন সময়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্রমাগত অসুস্থ মানুষের সেবায় রত স্বাস্থ্যকর্মীরা। আর এবার স্বাস্থ্যকর্মীরা পাবে ইনসেনটিভ রবিবার টুইট করে এমনটাই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে লেখেন, "রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মীরা মূলত বাড়ি বাড়ি ঘুরে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা, শিশু, অপুষ্টিতে ভুগছেন এমন মানুষদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখেন। এছাড়াও যাতে যক্ষা কোনওভাবে বাড়তে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখেন। তাঁদের কাজে আমি খুবই খুশি। তাই রাজ্য সরকারের তরফে তাঁদের ইনসেনটিভ দেওয়া হবে। রাজ্যে কমপক্ষে সাড়ে ছ'হাজার স্বাস্থ্যকর্মী এই ইনসেনটিভ পাবেন। চলতি বছরের ১ জুলাই থেকেই ইনসেনটিভ মিলবে তাঁদের।শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে, হেলথ ওয়ার্কার্স শহরাঞ্চলে পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি প্যাকেজ চালু করতে চলেছি"।

পূর্ব যাদবপুরে কিশোরীর রহস্য মৃত্যু

কলকাতা, ২৮ জুন (হি স): ফের শহরে রহস্য মৃত্যু। পূর্ব যাদবপুরে নতুনপল্লিতে উদ্ধার কিশোরীর মৃতদেহ। রবিবার ফাঁস লাগা অবস্থায় গলায় আঁচড়ের দাগ সহ মিলেছে নিথর দেহ। খুন নাকি আত্মহত্যা উত্তর খুঁজছে পুলিশ।
অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু পুলিশের। দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তে। মৃত কিশোরীর পরিবার সূত্রে খবর, ওই কিশোরীকে কিছুদিন আগেই মোবাইল কিনে দেন তার বাবা। বিভিন্ন ফিল্টার ব্যবহার করে মজার ছবিও তোলে সে রবিবার সকালে। পরিবারের কথা মত কিশোরীর মোবাইলে তাঁর প্রাণচ্ছল ছবিও মিলেছে। কিন্তু তাহলে মৃত্যুর কারণ কী তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পরিবারের লোকদের চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

শ্রীরামপুর জি টি রোড ও দিল্লি রোডের সংযোগকারী রাস্তায় উদ্বোধন করলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হুগলি, ২৮ জুন(হি.স.): প্রায় আটাশ কোটি টাকা খরচে তৈরী হল শ্রীরামপুর জি টি রোড ও দিল্লি রোডের সংযোগকারী নুতন ঝাঁ চকচকে রাস্তা।রবিবার সেই রাস্তার উদ্বোধন করলেন শ্রীরামপুরের সংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীরামপুর জি টি রোড ও দিল্লি রোডের সংযোগকারী এই ব্যস্ত রাস্তা বহু বছর ধরেই খারাপ হয়েছিল।জাতীয় সরক দিল্লি রোড থেকে জিটি রোডের সংযোগকারী এই রাস্তায় হাল খুবই খারাপ ছিল, বড় লরি থেকে ছোট গাড়ী যাওয়ার এই রাস্তার হাল এতটাই খারাপ ছিল যে বেশ কয়েকটি দূর্ঘটনা ও ঘটে গত দু বছরে। বাসিন্দাদের অবরোধ বিক্ষোভ সত্বেও সংস্থার করা হচ্ছিল না এই রাস্তার,শাসক দললের বহু নেতা মন্ত্রীরাও এই বেহার রাস্তা ব্যবহার করলেও তাতেও কাজ হচ্ছিল না।এদিকে কাজ চালু করা যাচ্ছিলো না দিল্লি রোডে তারকেশ্বর রেল লাইনে ব্রিজ বন্ধ থাকার কারনে। শেষ অবধি লকডাউনের সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে জোর কদমে শুরু হয় এই রাস্তার কাজ।অতি ব্যস্ত তম এই রাস্তাটিকে সম্পুর্ন বন্ধ রেখে শুরু করা হয়েছিল সংস্কারের কাজ।কল্যাণ বাবু এদিন জানান, বহু বাঁধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এই রাস্তার কাজ শেষ করতে হয়েছে। তবে এলাকার বাসিন্দারা কথা দিয়েছিলেন রাস্তার কাজ ভালো করে করা দরকার। এর জন্য আমাদের জমি দিতে হয় তাও দেব। যাই হোক অবশেষে রাস্তাটিকে সাধারণের জন্য নতুন করে খুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে।
এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্র সরকারের ও কড়া সমালোচনা করেন সাংসদ। তিনি বলেন একুশে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আসবে।বিজেপি শুধু স্বপ্নই দেখবে,বাংলায় ক্ষমতায় আসতে পারবে না।ওরা বাঙালিকে মারতে চায়।ওটা হতে দেবো না।

বিদ্যুতের দাবিতে পথ অবরোধ ঝাড়গ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ২৮ জুন (হি. স) : বিদ্যুতের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের খাঁড়বাঁধি, গোয়ালমারা, মহাপাল, রগড়া এলাকার মানুষজনেরা। তাঁদের অভিযোগ, সামান্য মেঘ বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে মেঘ কেটে গেলেও দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুতের দেখা মেলে না। দীর্ঘ তিন বছর ধরে এই একই সমস্যা মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে।তাই রবিবার এলাকার মানুষজনেরা বাধ্য হয়ে গোয়ালমারাতে পথ অবরোধ শুরু করেন।
জানা গিয়েছে মাণিকপাড়া সাব স্টেশন থেকে লোধাশুলি, খাঁড়বাঁধি হয়ে রগড়া পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটার এই বিদ্যুতের লাইন গিয়েছে। যার মধ্যে গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের খাঁড়বাঁধি, পেটবিন্ধী ও বেলিয়াবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কিছু অংশ এবং সাঁকরাইল ব্লকের রগড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ৭০ থেকে ৮০টা গ্রামের মধ্য দিয়ে এই বিদ্যুতের লাইন গিয়েছে।
বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘ তিন বছরে ধরে সামান্য মেঘ বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একবার বিদ্যুৎ চলে গেলে প্রায় ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা পরে আসে। যার ফলে গ্রীষ্মের সময় ভ্যাপসা গরমে শিশুও বয়স্ক মানুষজনেরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন। রাতে বিদ্যুৎ না থাকায় ছেলে মেয়েরা পড়াশুন করতে পারে না। আবেদন নিবেদন করেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় পথ অবরোধে সামিল হয় বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা।
স্থানীয় বাসিন্দা আবীর সিংহ, বিশ্বনাথ সিংহ, অরুন মাইতিরা বলেন, 'শনিবার বিকেল তিনটের পর থেকে রবিবার পর্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। যার ফলে পাম্প থেকে পানীয় তুলতে পারছি না। এই ভ্যাপসা গরমের মধ্যে বাচ্চা বয়স্করা হাঁসফাঁস করছে। দীর্ঘ তিন

ছয়ের পাতায়

বর্ষার শুরুতেই বেহাল দশা শহরের রাস্তার

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.): বর্ষার শুরুতেই বেহাল দশা শহরের রাস্তার। কোথাও খানা খন্দে ভরে গেছে তো কোথাও আবার পিচ উঠে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে কঙ্কাল সার চেহারা। বিপদে পড়তে হচ্ছে নিত্য যাত্রীদের। তবে শহরের রাস্তা অনেকাংশেই সারানো হয়ে গেছে বলে দাবি কলকাতা পুরসভার প্রশাসক মন্ডলীর সদস্য রতন দে।মহেশতলা, বেহালা, ঠাকুর পুকুর বা জেমস লং সরনী। সব রাস্তার হাল একই। গাড়ি নিয়ে যেতে যেমন বেগ পেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। ঠিক তেমনই পথ চলতি মানুষকেও চলতে হচ্ছে অতি সন্তর্পনে। রতনবাবু জানান, 'লক ডাউনের জন্য অনেক জায়গায় কাজ থেমে ছিল। কিন্তু বড় রাস্তার ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু গলির রাস্তা গুলো অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার হওয়ায় সেখানে কাজ সেই সংশ্লিষ্ট সংস্থা করবে।' যদিও সংশ্লিষ্ট সংস্থা সেই রাস্তা না সারালে পুরসভা সেই কাজ করবে বলে জানিয়েছেন রতন দে।এদিকে বৃষ্টির শুরুতেই জল জমতে শুরু করেছে রাস্তা গুলোতে। কোথাও বৃষ্টি থেমে গেলেও দিনের পর দিন জল জমে রয়েছে। এই মরশুমে জমা জল থেকে ডেঙ্গুর সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। যা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

৩০ জুনের পরেও জারি থাকবে লকডাউন, বার্তা উদ্ধব ঠাকুরের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.):মহারাষ্ট্রে ৩০ জুনের পরেও জারি থাকবে লকডাউন। রবিবার এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। বাণিজ্যিক গতিবিধি সচল করার লক্ষ্যে ধীরেধীরে আনলক পর্যায়ে যাবে গোটা রাজ্য। শুধুমাত্র অতিরিক্ত প্রয়োজন পড়লেই বাড়ির বাইরে বেরোক যুবকেরা বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাস্তায় অতিরিক্ত ভিড় করলে প্রশাসন কঠোর হতে বাধ্য হবে।করোনা রোগীদের চিহ্নিত করার জন্য রাজ্য সরকার বিপুল পরিমাণে পরীক্ষা করে চলেছে। এই রোগের নিরাময়ের ক্ষেত্রে প্লাসমা থেরাপি একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।এই থেরাপির ফলে ১০ মধ্যে ৯ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাই রাজ্যের মধ্যে প্লাজমা থেরাপির কেন্দ্র বৃদ্ধি করা হবে। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার রোগীদের উচিত নিজেদের প্লাজমা স্বেচ্ছায় দান করা। তাতে করে বহু মানুষ উপকৃত হবে. করোনার প্রতিষেধক যখনই আবিষ্কার হবে তখনই সেই ওষুধ রাজ্যে কার্যকর করা হবে।রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পিপিই এবং মাস্ক রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

হরিদেবপুরে আত্মহত্যা প্রৌঢ়ের, শোকে মৃত্যু বাবার

কলকাতা, ২৮ জুন (হি স): একই দিনে মৃত্যু বাবা ছেলের। আত্মঘাতী ছেলে।মানতে না পেরে সন্তান শোকে মৃত্যু বাবারও। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার হরিদেবপুরে। জানা যাচ্ছে,বছর ৩৫ আগে একটি দুর্ঘটনায় পায়ে চোট পেয়েছিলেন হরিদেবপুরের বাসিন্দা মৃত ওই প্রৌঢ়। সেই সময় প্লেট বসানো হয়েছিল তাঁর পায়ে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে পায়ে যন্ত্রণা বাড়ায় শনিবার ওই ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় বেহালার এক হাসপাতালে। কিন্তু পরিবারের তরফে অভিযোগ, জরুরি বিভাগে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখার পরে ডাক্তার না আসায় বিনা চিকিৎসায় ফিরে আসতে হয় । এরপরেই যন্ত্রণা অন্যদিকে মানসিক অবসাদ দুই ভেঙে পড়ে ওই ব্যক্তি। এরপরেই রবিবার সকালে হরিদেবপুরের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ছেলের আত্মহত্যার খবর পাওয়া মাত্রই অসুস্থ হয়ে পরেন তার বাবা ভূতনাথ মণ্ডল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় তাঁরও।

রবিবাসরীয় বৃষ্টিতে ভাসল কলকাতা

কলকাতা, ২৮ জুন (হি স): এ যেন মেঘ না চাইতে ই জল। রবিবার সকাল থেকে আকাশে কখনো মেঘ কখনো রোদের লুকোচুরি চলছিল। তবে বিকেল গড়াতেই যেন আঁধার নামল শহরে। রবিবাসরীয় বৃষ্টিতে ভাসল শহরতলী। বিকেল হতেই নামল প্রবল বৃষ্টি। শুধু বৃষ্টি বলা ভুল সঙ্গে প্রবলবেগে চলছে মেঘের গর্জন। আকাশ কালো করে মহানগরে প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে চলছে বাজ পরা। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আকাশ কালো করে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির চলছে । কলকাতা ছাড়াও হাওড়া , হুগলির , উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়, নদিয়া, বর্ধমান-সহ অন্যত্র বিভিন্ন প্রান্তে ঝড়বৃষ্টি চলছে । সঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া।

সিনেমার কায়দায় ভাগ্নেকে অপহরণ মামার

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স): ভাগ্নেকে অপহরণ করে ১০লাখ টাকা মুক্তিপণ হাতিয়ে নেওয়ার ছক কষে ছিল মামা। তবে শেষ রক্ষা হল না। শেষ পর্যন্ত শ্রীঘরে যেতে হল মামাকে। পুলিশি তৎপরতায় উদ্ধার করা গিয়েছে অপহৃত শিশুটিকেও। ঘটনাটি ঘটেছে তপসিয়ায়।

সিনেমার মতো নিপুণভাবে ভাগ্নেকে অপহরণ করার প্ল্যান ছকেছিল মামা। সেইমতো শুক্রবার বিকেলে যখন ছোট্ট মহম্মদ কামরান খেলতে গিয়েছিল তখন ওত পেতে ছিল তার মামা মহম্মদ ইমরান। এরপর যথাসময়ে সবাই বাড়ি পৌঁছে গেল বাড়ি ফেরেনি ছোট্ট কামরান। এদিকে তোপসিয়া রোডের বাড়িতে ছেলের জন্য অপেক্ষা করতে করতে নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন তার মা। এখানে মায়ের সাথে একাই থাকে কামরান। তার বাবা কর্মসূত্রে থাকে সৌদি আরবে। এর মধ্যেই তার মায়ের কাছে ১০ লক্ষ টাকার মুক্তিপণ চেয়ে ফোন আসে কয়েকবার। জানানো হয় ছেলেকে জীবন্ত ফিরে পেতে গেলে ওই বৃহৎ অংকের টাকা তাদের মুক্তিপণ হিসেবে দিতে হবে।নচেৎ পাওয়া যাবে ছেলের নিথর দেহ। ফোন আসার পর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেনি কামরানের মা। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে যায় তিনি জলা থানায়। পুলিশকে সম্পন্ন বিষয়টি জানিয়ে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করে। এরপর পুলিশ ওই ফোন নাম্বারে লোকেশন ট্র্যাক করে দেখে নাম্বারটি বেহালা এলাকার আশেপাশে রয়েছে। এরপর যেখানে কামরান শেষ খেলতে গেছিল সেই এলাকাতেও যায় পুলিশ। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায় শেষ পর্যন্ত কামরানকে তার মামার সাথে দেখা গিয়েছিল। এরপর তার মামাকে আটক করে পুলিশ থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়। প্রথম দিকে কিছু স্বীকার না করলেও পরের জেরার মুখে ভেঙে পড়ে সব স্বীকার করে মহম্মদ ইমরান। জানায় বেহালায় একটি গেস্ট হাউসে রাখা হয়েছে তার ভাগ্নেকে। তারই কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত দুই সাগরেদ এর নামও বলে সে। জানা যায় ওই দুইজন বিহারের ছাপড়ার বাসিন্দা রঞ্জিত ও বিশ্বজিৎ। এরপরে ইমরানের স্বীকারোক্তি মত বেহালা গেস্ট হাউস থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করে পুলিশ এবং গ্রেফতার করা হয় রঞ্জিত এবং বিশ্বজিৎ কেও।

করোনা থেকে ডেঙ্গু, রক্ষা করতে পারে একমাত্র সচেতনতা

কলকাতা, ২৮জুন (হি. স): করোনা হোক বা ডেঙ্গু। বাঁচার একমাত্র পথ সচেতনতা। এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে শহরবাসীকে নিজেকেই সচেতন হতে হবে। শনিবার পুরভবনে ডেঙ্গু মোকাবিলায় নতুন একটি ক্যাম্পেনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে এমনটাই জানালেন ফিরহাদ হাকিম।পাশাপাশি ডেঙ্গু দমনে পুরসভা একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলেও জানান তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের অন্যতম সদস্য অতীন ঘোষ।

করোনা আবহে পুরসভার কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে ডেঙ্গু। তাই কেবল পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মী বা পুরকর্মীদের ওপর পুরো দায়িত্ব নয়, সাধারণ মানুষকেও ভাগ করে নিতে হবে তাঁদের নাগরিক দায়িত্ব। তাই ডেঙ্গু মোকাবিলায় প্রত্যেকটি শহরবাসীর কাছে সপ্তাহে ১০ মিনিট সময় দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম।

এদিন ফিরহাদ হাকিম জানান, 'কোন মানুষ যদি সপ্তাহে মাত্র ১০ মিনিট সময় কলকাতাকে ডেঙ্গু মুক্ত করার জন্য দেন, তাহলে শহর কলকাতা ডেঙ্গু মুক্ত হবে। এই ১০ মিনিটে বাড়ির ছাদে, পেছন গলিতে বা কোন ভাঙা - পরিত্যক্ত পাত্রে যদি জল জমে থাকে তাহলে তা পরিষ্কার করতে হবে সাধারণ মানুষকে। এমনকি প্রতিবেশীর বাড়িতেও যদি কোনরকম ভাবে জল জমে ডেঙ্গু মশা জন্মানোর সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে তা পরিষ্কার করে নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে হবে তাদেরই।' যদি বাধা দেয় সে ক্ষেত্রে কলকাতা পুরসভা কে বিষয়টি জানাতে নির্দেশ ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি করোনার ভয়ে পুরকর্মীদের বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। তাই বিকল্প হিসাবে সতর্কতামূলক বার্তা দিয়ে একটি লিফলেট ছাপাবে কর্তৃপক্ষ। এই লিফলেট বিলি করা হবে সাধারণ মানুষের বাড়িতে বাড়িতে। পুরকর্মীরা ডেঙ্গু মোকাবিলায় যাবতীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে তদারকি করবে ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটররা। ইতিমধ্যেই বাণিজ্যিক আবাসন যেগুলি ডেঙ্গু মোকাবিলায় সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে না এরকম ঘটনা নজরে এসেছে তাদের নোটিশ পাঠানো হচ্ছে কলকাতা পুরসভা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিক্ষা ও ছাত্রস্বার্থে অবহেলার প্রভাব সাঙ্ঘাতিক জগদীপ ধনকর

কলকাতা, ২৭ জুন (হি. স.) : দেওয়াল লিখন পড়ে পড়ুয়াদের দূর্দশা মোচনে এগিয়ে আসুন মমতা। এই আর্জি জানালেন পশ্চিবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা আমাদের ভবিষ্যৎ। মমতা সরকারের প্রশাসন দূরদৃষ্টির শিথিলতায় বা নিস্ক্রিয়তায় তাদের ওপর চাপ তৈরি করতে পারে না।

রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে কৃতী পড়ুয়ারা তাদের দৃঢ়ভাবে দুশ্চিন্তার কথা জানিয়েছে। সমাধানের কিছু চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু আরও ভাবনাচিন্তা দরকার। আর সময় নষ্ট চলে না।

শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আচার্যকে নিস্ক্রিয় করে রাখা নয়। শিক্ষা ও ছাত্রস্বার্থে অবহেলার প্রভাব নেতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেওয়ালের লিখন পড়ুন। পড়ুয়াদের দূর্দশা মোচনে এগিয়ে আসুন দ্রুত।

ব্যাকফুটে পড়ে বাগনান-কান্ডে অভিযুক্ত দম্পতিকেই বহিষ্কার তৃণমুল থেকে

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : ত্রাণবন্টনে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে এনমনিতেই ব্যাকফুটে রাজ্যের শাসক দল। এর ওপর বাগনান কাণ্ড। এই ঘটনায় শেষ পর্যন্ত দল থেকেই বহিষ্কার করা হচ্ছে মূল অভিযুক্ত কুশ বেরা ও তাঁর স্ত্রী রমা বেরা দু'জনকেই। সেই সঙ্গে তৃণমূলের তরফে নিগৃহীতার পরিবারকে আইননি সাহায্য সহ সমস্ত রকমের সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

বাগনানে এই ঘটনার পরদিনই ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন বিজেপি-র দুই সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং সৌমিত্র খাঁ। তাঁরা দুজন যথাক্রমে দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং বুব মোর্চার সভাপতি। এর পর অকুস্থলে যান দলের মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এলাকায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়। এপ পর কার্যত শাসক দলের তরফে বাগনান কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ নিয়ে দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল দোষ করলে সবাইকে শাস্তি পেতে হবে। আইন সকলের জন্যই সমান। দলের কর্মী বা নেতা বলে কেউ ছাড়া পাবে না।

তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, নিগৃহীতার পরিবারকে আইনি সাহায্য সহ সব রকমের সাহায্য করা হবে। এর জন্য নিগৃহীতার মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হলেই দলের পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে স্থানী নেতারা জানান, 'দলের পক্ষ থেকে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে এই ঘটনার সঙ্গে যে-ই জড়িত থাকুক, কাউকে ক্ষমা করা হবে না। বৃহস্পতিবার বিক্ষোভের সময় অভিযুক্ত কুশ বেরার বাড়ি থেকে ধারালো অস্ত্র ছোঁড়ায় একজন গুরুতর ভাবে আহত হন। সেই ঘটনাতেও অভিযুক্তকেও ক্ষমা করা হবে না।' উল্লেখ্য ইতিমধ্যেই বাগনান কাণ্ডের দুই অভিযুক্ত কুশ বেরা ও সুমন মণ্ডলকে ১৪ দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

তেলের মূল্যবৃদ্ধি সাময়িক, বাজারদর নিয়ন্ত্রণে কী করছে মমতা, প্রশ্ন রাহুল সিনহার

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : ঘোলা জলে মাছ ধরতে তৃণমূল ও তার দুই শাগরেদ কংগ্রেস ও সিপিএম বাজারে নেমে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা।

রাহুলবাবু এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেন, লকডাউনে বিশ্ববাজার থেকে তেল আমদানি বন্ধ থাকায় তেলের দাম সামান্য কিছু করে বাড়ছে। ইতিমধ্যে ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য তৃণমূল ও তার দুই শাগরেদ কংগ্রেস ও সিপিএম বাজারে নেমে পড়েছে। তারা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদও শুরু করে দিয়েছে। যখন বিজেপি রাস্তায় নামে তখন মমতা ব্যানার্জী চিৎকার করে লকডাউন ভেঙে রাস্তায় নেমেছে। রাজনীতি করছে লকডাউনের মধ্যে, করোনার মধ্যে।

রাহুলবাবু বলেন, এখন কী করছে মমতা ব্যানার্জী, আপনার পার্টি আর দোসর কংগ্রেস-সিপিএম মিলে? এই করোনার মধ্যে, লকডাউনের মধ্যে আন্দোলনের নাটক শুরু করেছেন। রাজ্যে যখন লাগামছাড়াভাবে সব্জি এবং অন্যা জিনিসের দাম বাড়ছে, কই তা নিয়ে তো একটা কথা কেউ বলছে না! চোখের সামনে তো দেখলাম! দু'টাকার মদ ২০০ টাকা লাইন দিয়ে কিনল। এবং আপনার সরকার সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তখন তো কোনও প্রতিবাদ হয়নি!

রাহুলবাবু বলেন, তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি সাময়িক। লকডাউন কাটলে পরেই এই বর্ধিত দাম নিম্নমুখী হয়ে যাবে। সব্জীর দাম কী করে এত বাড়ছে। সে নিয়ে সিপিএম-কংগ্রেস নীরব কেন? মমতা ব্যানার্জী, আপনি কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আপনারা কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? বর্ধিত দাম যদি কৃষক পেত, তাহলে আমাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু বর্ধিত দাম তো কৃষক পাচ্ছে না। চাল-সব্জির বর্ধিত দাম তৃণমূলের একশ্রেণীর দালাল পাচ্ছে। আর যে কারণে মানুষের দুর্ভোগ হচ্ছে।

ত্রাণে অন্যের প্রাপ্য ছিনতাইকারীদের শাস্তি দিন, আর্জি জগদীপ ধনকরেব

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : ত্রাণের ব্যাপারো যাঁরা আইন ভেঙেছেন, তাঁদেরও কাঠগড়ায় তোলার দাবি জানালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

শনিবার তিনি টুইট করে বলেন, "ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে যে দুর্নীতি রুখতে মমতা প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। এখন আলোচনা বা বিবৃতি দেওয়ার সময় নয়। যাঁরা অন্যের প্রাপ্য ছিনিয়ে নিয়েছেন তাঁদের থেকে ত্রাণ উদ্ধার করে শাস্তি দিতে পদক্ষেপ করুন। এমন অন্যায় করতে সাহায্য করেছেন যে সব আধিকারিক, তাঁদেরও কাঠগড়ায় তুলতে হবে। ত্রাণ দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর কুঠারাঘাত হলে তবেই মানুষের ক্ষোভ কমবে। সঠিক ত্রাণ বিলি তখনই কার্যকর হবে।"

কটাক্ষ দিলীপের

দীর্ঘ তিন মাস বাড়িতে বসে থাকলেও মানুষের সঙ্গে সংযোগ রাখছি।আমাদের কর্মকর্তারা বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ দিতে যাচ্ছে। পার্টির বিভিন্ন কাজ করছে"। উল্লেখ্য, "দিদিকে বলো", "বাংলার গর্ব মমতা"-র পর এ বার "সোজা বাংলায় বলছি" নামে ফের নতুন এক কর্মসূচি ঘোষণা করতে চলেছে তৃণমূল।আগামী ৩ জুলাই আনুষ্ঠানিক ভাবে এই অভিযানের সূচনা করা হবে বলে খবর।

ঝাড়গ্রামে

বছর ধরে এই ভাবে চলছে। অনেকবার লিখিত ভাবে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ করেছি।'

এদিকে এদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত পথ অবরোধের জেরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে সমস্যায় পড়েন পথ চলতি সাধারন মানুষজনেরা। পরে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ এসে অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা। তবে আগামী দিনে এই একই রকম অবস্থা থাকলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বাসিন্দারা।

কয়লা উত্তোলনে বিদেশি বিনিয়োগের বিরোধিতা বাঙালি ছাত্র যুব সমাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। একদিকে মোদি সরকার যখন আত্মনির্ভর ভারত গঠনের ডাক দিচ্ছেন তখন কয়লা উত্তোলনে বিদেশী বিনিয়োগ চাইছে কেন্দ্র। এখন স্ব-বিরোধী সরকার ভারতবাসী আগে দেখেনি।

আমরা জানি ১৯৭৩ সালে দেশের প্রয়োজনীয় জ্বলানি ও শক্তি নিরাপত্তার কৌশল গত দিকটি মাথায় রেখেই কয়লা খনি গুলি সরকারি হাতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখলুম লকডাউন চলাকালীন যখন জনগন সঠিক ভাবে বিরোধিতা করতে পারবে না ঠিক এমন সময়ে কেন্দ্র সরকার কয়লা উত্তোলনে ১০০ শতাংশ বিদেশী বিনিয়োগে ছাড়পত্র দিয়েছে এবং কলকাতা থেকে কোল ইন্ডিয়ার চারটি দপ্তর সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমবা বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে এই নীতির তীব্র বিরোধীতা করি। আমাদের বক্তব্য, সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী কোল ইন্ডিয়াতে ২০১৮ -১৯ সালের লাভের অঙ্ক ২৭ হাজার কোটি টাকা এছঠাড়া হাতে রয়েছে ৩১ হাজার কোটি টাকা। এমন একটি বিপুল লাভজনক সংস্থাতে বিদোশী পুঁজিপতিদের লক্ষ হবে অধিক মুনাফা অর্জন এতে আঁখেরে লাভ বিদেশী পুঁজিপতিদের দালালি করতে নয় দেশের জনগনের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে কোন অজুহাতেই কোল ইন্ডিয়ার দফতর সরানো যাবে না। সরানো হলে সেখানে কর্মরত কয়েকশো বাঙালি কাজ হারাবে। বাঙালির প্রতি এমন বঞ্চনা আমরা মানবো না। আমাদের দাবি, অবিলম্বে কয়লা উত্তোলনে বিদেশী বিনিয়োগের ছাড়পত্র বাতিল করতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই কলকাতা থেকো কোল ইন্ডিয়ার অফিস সরানো চলবে না।

বিপদতারিণী পুজো দিলেন অগ্নিমিত্রা পাল

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : রাজ্যবাসীর কল্যানার্থে বিপদতারিণী পুজো দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল।

বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছে, করোনা মহামারী আগ্রাসন থেকে রাজ্যের মানুষের সুরক্ষায়, প্রতিটি মা, বোনের সুরক্ষায় বিপদতারিণী মায়ের আশীর্বাদ পেতে শনিবার রাজ্যের মহিলা মোর্চার নেতৃত্বের সাথে মোমিনপুরের শীতলা মায়ের মন্দিরে বিপদতারিণী পূজা অর্চনা করেন তিনি।

বিপত্তারিণী হলেন পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশা এবং পার্শবর্তী অঞ্চলে পূজিতা হিন্দু দেবী। তিনি দেবী সঙ্কটনাশিনীর একটি রূপ এবং দেবী দুর্গার ১০৮ অবতারের অন্যতম।

বিপদসীমার

● প্রথম পাতার পর

তাঁদের। একাংশ বন্যার্ত পার্শবর্তী রাজ্য মেঘালয়ের দিকে রওয়ানা হয়েছেন, আবার একাংশ জাতীয় সড়ক কিংবা বাঁধের ওপরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। মানকাচরের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তেও বন্যা ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন সীমান্ত রাস্তার বেশ কয়েকটি জায়গায় ছোট ছোট নালার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ওই নালাগুলো দিয়ে বাংলাদেশের দিক থেকে জল হু হু করে ঢুকতে শুরু করেছে। মানকাচর এলাকার আন্তর্জাতিক সীমান্তের বেশির ভাগ পোস্টই জলের নীচে ডুবে গেছে। ফলে অঞ্চলে তীব্র আতঙ্কের পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারত-বাংলাদেশের অসমের আলগা অঞ্চলে বন্যায় নষ্ট হওয়া সীমান্ত পথ এবং কাঁটাতারের বেড়া সংস্কারের কাজ এখন অবধি শেষ হয়নি। তার মধ্যে এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কে দিন রাত কাটাচ্ছেন এলাকার লোকজন। কিছুদিন আগে জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় সিপিডব্লিউডির তত্ত্বাবধানে ফুটো বন্ধ করা হলেও যে হারে জল বাড়ছে তাতে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। যে কোনও মুহূর্তে কাঁটাতারের বেড়া ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

চাম্পাহাওয়রে

● প্রথম পাতার পর

বুধবার চাম্পাহাওর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অবশেষে পুলিশ শুক্রবার অভিযুক্ত চার যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ শেষ পর্যন্ত শনিবার আটককৃতদের গ্রেফতার দেখিয়ে মামলা নথিভুক্ত করে। ধৃত যুবকেরা হলো, পূর্ব তকচায়ার কালীচরণ পাড়ার সোনাচরণ দেববর্মা ও কনক রনন দেববর্মা, ভাটি ময়দানের প্রসাদিয়া পাড়ার মালিয়া দেববর্মা ও পূর্ব সিংগিছড়ার লাঠাবাড়ীর অমিত দেববর্মা। জানা যায় যে, নাবালিকা মেয়ে দুটির বয়স ১৫ বছর ও ১৭ বছর। রবিবার ধৃত যুবকদের আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনায় চাম্পাহাওর এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার আদালতে তোলা হলে তাদের করোনা পরীক্ষা করা হয়। সোমবার তাদের ফের আদালতে তোলা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

বছর। যতই প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হোক না কেন বছরটা খারাপ নয়।

যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে। পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবাসরীয় মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রথমে উপত্যকায় চিনা আগ্রাসনে শহীদ হওয়া জাওয়ানদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, শান্তির প্রতি দায়বদ্ধতা এবং গুরুত্ব ভারতের যে রয়েছে, তা গোটা বিশ্ব দেখেছে। বন্ধুত্বের উদযাপন যেমন ভারত করতে জানে তেমনি যারা উস্কাবে তাদের যোগ্য জবাবও সে দিতে জানে। যারা আগ্রাসন চালানোর চেষ্টা করেছিল লাদাখে তাদেরকে যোগ্য জবাব দেওয়া হয়েছে। মান কি বাতে ৬৬ তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারত তার বীর শহীদদের কুর্ণিশ জানায়। তারা বরাবর দেশকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। তাদের সাহসিকতা এবং শৌর্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শোকস্তব্ধ পরিবারের অভ্যন্তরে যে গর্ব অনুভূত হয় তাতে দেশের মানসিকতাই প্রকাশিত হয়। এতে দেশের প্রকৃত শক্তি এবং ক্ষমতা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ১৫ জুন, সোমবার রাতে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় আকস্মিক চিনা আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে গিয়ে শহীদ হন কর্নেল সন্তোষ বাবু সহ ২০ জন সেনা জওয়ান।পাল্টা প্রত্যাঘাতে চিনের এক সেনা আধিকারিক সহ নিহত হয় লালফৌজের ৪৩ জন সেনা।এর পরই দুই তরফের উত্তেজনা বেড়ে যায়। বর্তমানে লাদাকে বিপুল পরিমাণ সমরসজ্জা তৈরি করেছে ভারত।

ভারতীয় অর্থনীতিকে আত্মনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে ফের স্বদেশী পণ্য কেনার ওপর গুরুত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সংক্রান্ত আহ্বান দেশবাসীর উদ্দেশ্যে করেছেন তিনি। রবিবাসরীয় সকালে মন কি বাতের ৬৬ তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্বদেশী পণ্য কিনে তার জন্য সরব হলে আপনি আপনার দেশকে শক্তিশালী করছেন। এটাও এক ধরণের দেশ সেবার মধ্যে পড়ে।আপনি নিজে যেই পেশাতেই থাকুন না কেন দেশকে সেবা করার সুযোগ আপনি পাচ্ছেন। প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন যে দেশ ক্রমাগত এই ক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে।স্বাধীনতার আগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তুলনায় ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অনেক উন্নত ছিল। সেই সময়ে দেশে বহু অস্ত্র তৈরীর কারখানা ছিল। সেই সময় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যেই দেশগুলো আমাদের থেকে পিছিয়ে ছিল তারা এখন এগিয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতার পরে সেই অভিজ্ঞতার ফায়দা আমরা তুলতে পারিনি। কিন্তু আধুনিক ভারত ক্রমাগত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে এগিয়ে চলেছে। ভারত আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। আত্মমর্যাদা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাই ভারতের প্রধান লক্ষ্য। আস্থা এবং বন্ধুত্বই ভারতের ঐতিহ্য। সৌভ্রাতৃত্ববোধই ভারতের আত্মা। উল্লেখ করা যেতে পারে করোনা পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে পূর্ণ নির্মাণ এবং ক্রয় করার ওপরও তিনি সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।ভারতীয় অর্থনীতিতে আমদানির হার কমিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এই স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।

গন্ডাছড়ায় নিহত ওয়ারিশ আলির বাড়িতে গেলেন আইপিএফটির মাইনরিটি কমিটির সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৮ জুন।। নিহত আইপিএফটির গন্ডাছড়া মহকুমা মাইনরিটি কমিটির সম্পাদক ওয়ারিশ আলি খুনের খোজ খবর নিতে শনিবার দলীয় মুখপাত্র মঙ্গল দেববর্মা গন্ডাছড়া ছুটে যান। তিনি প্রথমেই দলীয় কার্যালয়ে বসে স্থানীয় নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। তাদের কাছ থেকে মঙ্গল দেববর্মা জানার চেষ্টা করেন ওই ঘটনার পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে। পরবর্তী সময় তিনি চলে যান নিহত ওয়ারিশ আলির বাড়িতে। সেখানে গিয়ে নিহত ওয়ারিশ আলির পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন। মঙ্গল দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতারা পরবর্তী সময় ওয়ারিশ আলির কবরস্থালে যান। সেখান থেকে তারা গন্ডাছড়া থানায় গিয়ে দেখা করে ধলাই জেলার পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং ওসির সাথে। দীর্ঘক্ষণ পুলিশ আধিকারিকদের সাথে বৈঠক করেন মঙ্গল দেববর্মা। পরে তিনি দলীয় অফিসে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন।

অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর

বরিষ্ঠ চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তারা গোষ্ঠী সংক্রমনের তত্ত্ব অস্বীকার করেছে।দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে সংঘবদ্ধভাবে করোনা মোকাবিলা করার জন্য পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করা হবে। দ্রুততার সাথে এনসিআর অঞ্চলেও পরীক্ষা করা হবে।রাজধানীর হাসপাতালগুলির অবস্থা ভালো করার জন্য এমইসের সাথে টেলিফোনিক আলাপচারিতা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।এছাড়াও তিনটি দল গঠন করেছি, দিল্লি সরকার এবং এইমসের চিকিৎসক ছাড়াও আইসিএমআর বিশেষজ্ঞও রয়েছেন।এই দলটি ঘাটতিগুলি সংশোধন করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত দিল্লিতে সাড়ে পাঁচ লাখ করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে। দিল্লি সরকার বলেছিল যে দিল্লির বাইরের লোকদের দিল্লিতে চিকিতা করা হবে না। তবে সিদ্ধান্তটি কেন্দ্রীয় সরকার বদলে দিয়েছে এবং রাজধানীর প্রত্যেকের জন্য চিকিতার অনুমতি দিয়েছে। ১৪ জুন দিল্লি সরকার, এমসিডি এবং কেন্দ্র সরকারের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলা হয়েছে। কেন্দ্র সরকার করোনার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারে ব্যাপক সহায়তা করতে পারে। অনেক বিশেষজ্ঞকে সহায়তা করা যেতে পারে, তাই আমরা এই সভাটি করেছি। আজ আমি বলতে পারি যে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী সাড়ে ৫ লক্ষ করোনা আক্রান্ত হওয়ার যে বিবৃতি, সেই পরিস্থিতি এখন দিল্লিতে আসবে না।অমিত শাহ বলেছেন যে, আমরা দিল্লিতে পরীক্ষার সংখ্যা প্রতিদিন ৪.৫ গুণ বাড়িয়ে দৈনিক ১৬,০০০ টেস্ট করছি। এতে করোনা রোগীদের সনাক্ত করার কাজ সহজ হবে। ৩০ জুনের মধ্যে কনটেইনমেন্ট জোনের প্রতিটি বাড়িতে সমীক্ষা করা হবে।

আমরা পরীক্ষাটি উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করেছি। পরে দিল্লিতে ঘরে ঘরে সমীক্ষা করা হবে।আমি যখন এলএনজিপি হাসপাতালে গিয়েছিলাম তখন সেখানে সাড়ে তিনশো লাশ পড়েছিল। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে তাদের ধর্ম মতে সেই সকল লাশের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।এখন সেখানে কোনও লাশ নেই। জরুরী ভিত্তিতে দিল্লি সরকারকে ৫০০ অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং ৪৪০ ভেন্টিলেটর দেওয়া হয়েছে। বাড়তি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ করতে দিল্লি সরকারকে বলা হয়েছে।আগামী দিনে দিল্লিকে আরো বেশি সহযোগিতা করা হবে।যাদের দুই কামরার ঘর তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যেতে বলা হয়েছে।

করল বামফ্রন্ট

আটের পাতার পর

প্রসিকিউশন ডাইরেক্টোরেটই বর্তমান সরকার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রতনবাবুর কিছু বলার আছে কি?

যে রাজ্যে সংবাদপত্র, বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যম আক্রান্ত হয়, আক্রান্ত হয় সাংবাদিকগণ ও পত্রিকার হকাররা, যে রাজ্যে সংবাদপত্রে সরকারের দুর্নীতি/ কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ করায় শাসকের রক্তচক্ষুর সম্মুখিন হতে হয় সংবাদপত্রকে, তার প্রতিবাদ না করে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অপরাধীদের উৎসাহিত করলেন না কি?

যে রাজ্যে মানুষের এই কঠিন সময়ে বামপন্থীরা দুঃস্থদের ত্রাণ দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন, ত্রাণ নিতে গিয়ে আক্রমণের শিকার হন, সেই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার প্রশস্তি করা অপরাধের শামিল নয় কি? যে রাজ্যে রক্তের অভাবে তিয়াশা রা মারা যায়, সেই রাজ্যে রক্তদানে যে সমাজদ্রোহীরা বাধা দিলে, রক্তদাতা ছাত্র যুবদের মেরে হাসপাতালে পাঠালো, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কোন আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে সমাজদ্রোহীদের কাজের নিন্দা না করে অপরাধীদের আড়াল করলেন? এমন কি লাদাখ সীমান্তে শহীদ ভারতীয় জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানও যখন শাসক দলের সমাজবিরোধীদের হাতে আক্রান্ত হয়, শহীদদের এভাবে অপমানিত করা হয়, তখন সেই রাজ্যের আইনশঙ্খলা তলানিতে নয়তো কি?

শুধু এই জুন মাসের কিছু ঘটনা এখানে তুলে ধরছি-

খুন - ৬, অস্বাভাবিক মৃত্যু - ১৬, ধর্ষণ - ৬, শ্লীলতাহানি - ৪, চুরি- ৪, অন্যান্য অপরাধ - ১৩, সিপিআই(এম) অফিসে হামলা - ৩, পার্টি কর্মীর বাড়ি ঘরে আক্রমণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ - ২২, পার্টি কর্মী / সমর্থকদের ওপর দৈহিক হামলা - ২৪, রাবার বাগান ধ্বংস - ১, রক্তদান শিবিরে হামলা - ৬, ত্রাণ বিতরণে হামলা - ৩। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, জুনের ২৭ তারিখ পর্যন্ত সংঘটিত এসব ঘটনার সঙ্গে কজনকে প্রেপ্তার করা হয়েছে, বলবেন কি? এসব ঘটনার কোনও নিন্দা কি আপনি করেছেন? বরং, আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আপনার গর্বিত হওয়ার কারণে অপরাধীরাই উৎসাহী হবে, যা রাজ্যের জন্য, রাজ্যের জনগণের জন্য শুভ হতে পারে না। আপনাদের শরিকী দ্বন্দ্ব কিংবা বিজেপির অর্ন্তকোন্দলের হিংসা হানাহানি নিয়ে আপনি উদ্‌গ্রীব না হলেও রাজ্যের জনগণের সঙ্গে বামফ্রন্টও চিন্তিত।

মানবিক উদ্যোগ

আটের পাতার পর

হচ্ছে।রবিবার সিপাহীজলা জেলা পেরিয়ে তারা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অসহায় মানুষদেরও পাশে দাঁড়ালো।

স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

এবং পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত পি ভি নরসিমা রাও এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। একাধিক বিদেশি ভাষার পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষার উপর তার দখল ছিল। নিজামের হাত থেকে হায়দ্রাবাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কিশোর বয়সেই ঝাঁপিয়ে ছিলেন তিনি। সেই সময় নিজাম হায়দ্রাবাদে বন্দেমাতরম গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। কিশোর নরসিমহা প্রতিবাদ করার বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। দেশবাসীর উচিত ভারতের নবম প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে আরো বেশি করে জানা ও বোঝা।

উল্লেখ করা যেতে পারে নয়ের দশকের প্রথম ভাগে এক কঠিন পরিস্থিতির সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন পিভি নারসিমহা রাও। তার আমলেই ভারত উদারীকরণের পথে হাঁটে।

ঝাড়গ্রামে

আটের পাতার পর

কথা বলে আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ তুলে নেন বাসিন্দারা। তবে আগামী দিনে এই একই রকম অবস্থা থাকলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বাসিন্দারা।

ক্রীড়াঙ্গন

বাংলাদেশের পরিস্থিতি কতটা কঠিন, বুঝতে পারছেন উইলিয়ামসন

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাতে গোনা যে কটি দেশ সাফল্যের দেখা পেয়েছে, নিউজিল্যান্ড তার একটি। কিউইরা করোনামুক্ত হলেও অন্য অনেক দেশের পরিস্থিতি মোটেও ভালো নয়। সে কারণেই আগস্টে দুই টেস্ট খেলতে নিউজিল্যান্ড দলের বাংলাদেশ সফরটা স্থগিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি অবশ্য তামিম ইকবালের কাছে আগেই জেনেছিলেন কিউই অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইউনিসেফের সঙ্গে কাজ করছেন উইলিয়ামসন। ইউনিসেফের সঙ্গে নতুন জুটি বাঁধার পর নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কথা বলেছেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। সেখানেই তিনি বলেছেন বাংলাদেশ --- প্রসঙ্গে। বাংলাদেশ—পরিস্থিতি বলার আগে নিজের দেশের করোনা—সাফল্য নিয়ে বলেছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক, "করোনা মোকাবিলায় নিউজিল্যান্ডে সবাই যেভাবে কাজ করেছে এটা দেখে ভালো লেগেছে। নিউজিল্যান্ডে হয়তো সাফল্য মিলেছে। কিন্তু বাইরে যদি দেখেন, অনেক দেশে এখনো ভাইরাসের বিপর্যস্ত। যেখানে সাবান—পানির মতো মৌলিক জিনিসের অভাব আছে।"

উইলিয়ামসন যে দেশগুলোর কথা বলছেন বাংলাদেশ তার একটি। এই অতিমারির মধ্যে দেশের বাইরে অনেক ক্রিকেটারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন উইলিয়ামসন। সেটির অংশ হিসেবে গত মাসে তামিমের সঙ্গে অনলাইন আড্ডা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ ওয়ানডে অধিনায়কের কাছে জেনেছিলেন, বাংলাদেশ কতটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিউই অধিনায়ক বললেন, "কিছুদিন আগে জুমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবালের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে আমার। বুঝতে পেরেছি যে তাঁর দেশের পরিস্থিতি কতটা কঠিন। বাংলাদেশের মতো জনবহুল একটি দেশে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ভাইরাসটি দূরে রাখা সত্যি কষ্টকর।"

বাংলাদেশের আবহাওয়া সম্পর্কে অবশ্য আগে থেকেই ধারণা আছে উইলিয়ামসনের। ২০১৩ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ সফরে দুই টেস্টের সিরিজে খেলতে এসে তিনি বুঝেছিলেন, কন্ডিশনটা তাঁদের কাছে কতটা কঠিন, "বাংলাদেশের কন্ডিশন অনেক কঠিন। যখন আমি প্রথম বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলাম (২০১৩ সালে) টেস্ট খেলতে, সে সময়কার গরম এবং আর্দ্রতার কথা ভুলব না,।"উইলিয়ামসনদের আবারও সুযোগ তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশ সফরে আসার। করোনাধাক্কায় সেটি আর সম্ভব হলো না। গত সপ্তাহে সিরিজটি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

বার্সার দুর্দশার কারণ জানতে কোচকে দেখালেন সুয়ারেস

চলতি মৌসুমে অ্যাওয়ে ম্যাচে বার্সেলোনার পারফরম্যান্স ভীষণ হতাশাজনক। সবশেষ সেল্তা ভিগোর মাঠে দুবার এগিয়ে গিয়েও জিততে পারেনি তারা। ম্যাচ শেষে হতাশা লুকানোর চেষ্টাও করলেন না লুইস সুয়ারেস। প্রতিপক্ষের মাঠে বারবার কেন এমন ছন্দপতন?-এমন প্রশ্নের জবাবে কোচকে দেখিয়ে দিলেন উরুগুয়ের স্ট্রাইকার। বললেন, সঠিক কারণ তাদেরই জানার কথা।'সুযোগ নষ্ট ও দুর্ভাগ্যের কারণে পয়েন্ট হারিয়েছে বার্সা'সেই সেল্তার মাঠে আবারও বার্সার হোঁচটলা লিগায় শনিবারের ম্যাচে দলের দুটি গোলই করেন সুয়ারেস। দুবার এগিয়ে গিয়েও শেষ দিকে গোল খেয়ে ২-২ ড্র করে ফেরে কাতালান ক্লাবটি।লিগের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এসে তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট হারানোয় শিরোপা ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে বার্সেলোনার সামনে। গত ১৯ জুন সেভিয়ার মাঠে গোলশূন্য ড্র করেছিল কাম্প নউয়ের দলটি।ছবি: বার্সেলোনাছবি: বার্সেলোনা এবারের লিগে এখন পর্যন্ত ৩২ ম্যাচ খেলে পাঁচটিতে হেরেছে ও ছয়টিতে ড্র করেছে বার্সেলোনা। এই ১১ ম্যাচের কেবল একটি ঘরের মাঠে; ডিসেম্বরে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে ২-২ ড্র। প্রতিপক্ষের মাঠে কেন বারবার পয়েন্ট হারাচ্ছে বার্সেলোনা? ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এমন প্রশ্ন করা হয় সুয়ারেসকে। প্রশ্নটা দলের কোচদের করতে বলেন উরুগুয়ের এই স্ট্রাইকার।"এর উত্তরের জন্য আপনাদের কোচদের প্রশ্ন করতে হবে। কারণ, তারা এগুলো পর্যালোচনা করেন।""পয়েন্টগুলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্য মৌসুমগুলোতে আমরা এভাবে পয়েন্ট হারায়নি।"

গত জানুয়ারিতে হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পর মৌসুমে তার খেলার তেমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবে করোনাভাইরাসের অনাকাঙ্ক্ষিত বিরতিতে সুযোগ পেয়েছেন আবারও মাঠে ফেরার। দীর্ঘ দিন পর সেল্তা ম্যাচে পেলেন জালের দেখা, আসরে তার মোট গোল ১৩টি।কিন্তু, জোড়া গোল পাওয়ার ম্যাচেও দল না জেতায় অনুভূতিটা তেতো হয়ে রইল ৩৩ বছর বয়সী তারকার কাছে।"আমরা গুরুত্বপূর্ণ দুই পয়েন্ট হারিয়েছি। আমাদের বাকি চারটি ম্যাচ জিততেই হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে, যেন (রিয়াল) মাদ্রিদ পয়েন্ট হারায়।

অনুভূতিটা হতাশার।"এই ড্রয়ে অবশ্য লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠেছে বার্সেলোনা। ৩২ ম্যাচে ২১ জয় ও ছয় ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৬৯। এক ম্যাচ কম খেলা রিয়ালের পয়েন্ট ৬৮। রোববার তালিকার তলানির দল এস্পানিওলের বিপক্ষে হার এড়ালেই শীর্ষে ফিরবে জিনেদিন জিদানের দল।

তৃণমূল ফুটবলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর জামাল-সাবিনা

এশিয়ার তৃণমূল ফুটবলের উন্নয়নে এএফসির নেওয়া গ্রাসরুট চার্টারে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। চলতি বছরের ডিসেম্বরে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনে আবেদন করার পরিকল্পনাও করছে সংস্থাটি। এর আগের কার্যক্রমে দেশের তৃণমূল ফুটবলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগের জাতীয় দলের অধিনায়ক জামাল ভূইয়া ও সাবিনা খাতুনকে বেছে নিয়েছে বাফুফে।এক ভিডিও বার্তায় রোববার বাফুফে সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম সোহাগ জানান, এএফসির তিন ক্যাটাগরির মধ্যে ব্রোঞ্জ ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিকল্পনার কথা।"এএফসির গ্রাসরুট চার্টারে তিনটি ক্যাটাগরি রয়েছে-ব্রোঞ্জ, সিলভার ও গোল্ড। ইতোমধ্যে এশিয়ার ২৮টি দেশ এই চার্টারে অংশগ্রহণ করেছে বা অংশগ্রহণ করার জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।আমরাও এ বছরের শেষের দিকে ডিসেম্বরে এএফসির কাছে আবেদন করব, যেন আমরা ব্রোঞ্জ ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারি। এর আওতায় আমরা তৃণমূলে কিছু কাজ সম্পাদন করতে চাই।""এজন্য দুজন অ্যাম্বাসেডর কাজ করবে-জামাল ভূইয়া ও সাবিনা খাতুন। তারা দুজনে সম্মতি দিয়েছেন। তাদের মূল কাজ হবে আমরা যে চারটি অঞ্চল বাছাই করেছি-ঢাকা, ফেনী, নীলফামারী ও মাদারীপুর-এই চারটি জোনে অ্যাম্বাসেডররা যাবেন এবং তাদেরকে তৃণমূল ফুটবল সম্পর্কে জানাবেন, উদ্বুদ্ধ করবেন। যেন স্থানীয়রা তৃণমূল পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, কীভাবে গ্রাসরুটের উন্নতি করে জাতীয় দলের উন্নয়ন করা যায়-সেগুলো দেখবেন।"বাফুফের মাধ্যমে পাঠানো ভিডিও বার্তায় তৃণমূল নিয়ে কাজ করতে মুখিয়ে থাকার কথা জানান জামাল, সাবিনা দুজনেই। জামাল বলেন, "বাফুফেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমাকে তৃণমূল ফুটবলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায়। আমি গর্বিত ও সম্মানিত বোধ করছি।

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের ফুটবলার নিয়ে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি।"তৃণমূল পর্যায়ের ফুটবলের সমৃদ্ধির আশায় সাবিনা বলেন, "ফুটবল ফেডারেশনকে ধন্যবাদ আমাকে তৃণমূলের ফুটবলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করায়। ইচ্ছা থাকবে তৃণমূলের ফুটবল যেন আরও এগিয়ে যায়আমরা এটা নিয়ে কাজ করতে পারি। তৃণমূলের ফুটবল যেন আরও সমৃদ্ধ হয়, সেই প্রত্যাশা করি।"

রিয়াল মাদ্রিদে রোনালদোর প্রভাব

সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে কাটিয়েছেন ক্যারিয়ারের স্বপ্নের নয়টি মৌসুম। রিয়াল মাদ্রিদকে জিতিয়েছেন সম্ভাব্য সব কিছু; চ্যাম্পিয়ন্স লিগ চারবার, লা লিগা দুইবারসহ অনেক শিরোপা। দলকে যেমন তুলেছেন সাফল্যের চূড়ায়, তেমনি ব্যক্তিগত অর্জনও তার আকাশছোঁয়া। একাধিকবার জিতেছেন বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার, হয়েছেন ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতা, গড়েছেন আরও অনেক রেকর্ড। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে বছর দুয়েক হলো মাদ্রিদ ছেড়ে তুরিনে পাড়ি দিয়েছেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, তবে স্পেনের সফলতম ক্লাবটিতে তার সব অর্জন নিয়ে নিয়মিতই হয় চর্চা।২০০৯ সালের ২৬ জুন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড থেকে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে নাম লেখান রোনালদো। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, রোনালদোকে পেতে রিয়ালের খরচ হয়েছিল সেই সময়ের রেকর্ড ৯ কোটি ৪০ লাখ ইউরো। অনেকেই তখন বলেছিলেন, রোনালদোর জন্য বেশি খরচ করেছে রিয়াল। ২০১৮ সালে বের্নাবেউ ছেড়ে ইউভেন্তুসে যোগ দেন রোনালদো। এরপর ধীরে ধীরে তার শূন্যতা যেন শুধু বড়ই হয়েছে। সবাই যেন নতুন করে বুঝতে পারে, ফুটবলের জন্য, রিয়ালের জন্য কী অসাধারণ এক দলবদলই না ছিল পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।রোনালদোর রিয়ালে যোগ দেওয়ার ১১ বছর পূর্ণ হয়েছে গত শুক্রবার। ক্রীড়া উপাত্ত বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান অপটার পরিসংখ্যানে বিশেষ এই দিনে ক্লাবটিতে তার সাফল্য তুলে ধরেছে স্প্যানিশ পত্রিকা এএস। শুরুর বছরগুলো-অন্য উচ্চতার সন্ধানে

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে থাকতে জিতেছিলেন ব্যালন ডি'অর। প্রতিভার প্রমাণ দিয়েই এসেছিলেন রিয়ালে। স্পেনের সফলতম দলটির হয়ে প্রথম মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৩ গোল করেছিলেন রোনালদো। ইংল্যান্ডে কাটানো ছয় মৌসুমে এর চেয়ে বেশি গোল করেছিলেন কেবল একবার।এটি ছিল স্রেফ শুরু। পরের মৌসুমগুলোতে যেন গোলের বন্যা বইয়ে দেন তিনি। রিয়ালের হয়ে তার কাটানো নয় মৌসুমের মধ্যে ২০০৯-১০ মৌসুমেই কেবল ৪০ গোলের মাইলফলক ছুঁতে পারেননি। সময় যত গড়িয়েছে তার ম্যাচ খেলার সংখ্যা বেড়েছে। ধারাবাহিকতা ধরে রাখা আর ক্লান্তিহীন মৌসুমপ্রতি ৫০ এর বেশি ম্যাচ খেলার ব্যাপারগুলো ছিল অবিশ্বাস্য।

রিয়ালের জার্সিতে রোনালদো প্রথম শিরোপা জেতেন ২০১০-১১ মৌসুমে; কোপা দেল রে। ওই মৌসুমে ৫৪ ম্যাচে ৬৯ গোলে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি। ৫৩ গোল করা পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড অবদান রাখেন ১৬ গোলে। পরের মৌসুমে করেন ৬০ গোল, অ্যাসিস্ট ১৫টি। তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে চার বছরের মধ্যে প্রথম লা লিগা শিরোপা জেতার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে খেলে রিয়াল।২০১২ সাল নাগাদ কেউ কেউ তাকে রাখতে শুরু করেন সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়ের তালিকায়। পরের বছরগুলোতে এই দাবির পক্ষে সমর্থন বাড়তে থাকে।সেরার পথে এগিয়ে যাওয়া দীর্ঘদিন ধরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ রিয়ালের জন্য ছিল হাহাকারের এক নাম। নিজের প্রথম পাঁচ মৌসুমে টানা তিনবার শেষ চার থেকে বিদায় নেওয়ায় ইউরোপ সেরার শিরোপাটা বড় লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল রোনালদোর নিজের জন্যও।রিয়ালের অপেক্ষাটা ছিল আরও দীর্ঘ। ২০০১-০২ মৌসুমের পর থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের দশম শিরোপা বা 'লা দেসিমার' জন্য প্রহর গুনছিল তারা। প্রতীক্ষার অবসান হয় ২০১৩-১৪ মৌসুমে। সেবার রিয়াল জেতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও কোপা দেল রের 'ডাবল'। যেখানে বড় অবদান ছিল মৌসুমে ৬৫ গোলে যুক্ত (৫১ গোল, ১৪ অ্যাসিস্ট) থাকা রোনালদোর। ফাইনালে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে শেষ দিকে পেনাল্টি থেকে গোল করেন রোনালদো। আসরে তার মোট গোল ছিল ১৭টি, যা প্রতিযোগিতার এক মৌসুমে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড হিসেবে টিকে আছে এখনও।পরের চার মৌসুমে রিয়াল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা ঘরে তোলে আরও তিনবার। টানা তিন মৌসুমে জিতে করে হ্যাটট্রিক। তবে যেবার শিরোপাটা তারা পায়নি, সেই ২০১৪-১৫ মৌসুম ছিল ব্যক্তিগত সাফল্যে রোনালদোর সেরা। সেবার তিনি নিজে ৬১ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করান ২১টি। ওই তিন ফাইনালের কেবল একটিতে জালের দেখা পান রোনালদো, ইউভেন্তুসের বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানের জয়ে করেন দুই গোল। এর আগের বছরের ফাইনালে টাইব্রেকারে দলের শেষ শটে বল জালে পাঠিয়ে আতলেতিকো সমর্থকদের হৃদয় ভেঙেছিলেন আরেকবার। রিয়ালের হয়ে তার সবশেষ দুই মৌসুমে রোনালদো জেতেন মোট আটটি শিরোপা। এই সময়ে গোল করেন তিনি ৮৬টি, ভাগ বসান তখন পর্যন্ত পাঁচটি ব্যালন ডি'অর জেতা লিওনেল মেসির রেকর্ডে। অসাধারণ পথচলায় রোনালদো হয়ে ওঠেন রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিশব্দ।

লিভারপুলকে 'গার্ড অব অনার' দেবে সিটি

প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা নিশ্চিত হওয়ার পর চ্যাম্পিয়নের বেশে লিভারপুল প্রথম খেলবে গতবারের শিরোপাজয়ী ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে। কদিন বাদে হতে যাওয়া ম্যাচটিতে নতুন চ্যাম্পিয়নদের স্বাগতিক দলের খেলোয়াড়রা 'গার্ড অব অনার' দেবে বলে জানিয়েছেন সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।ইতিহাদ স্টেডিয়ামে আগামী বৃহস্পতিবার ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া একটায়।গত দুই মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন ও পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকা সিটি গত বৃহস্পতিবার চেলসির মাঠে হেরে গেলে নিশ্চিত হয়ে যায় লিভারপুলের প্রথম প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা। ৩০ বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়ে তারা ঘরে তোলে আরেকটি লিগ শিরোপা।রেকর্ড সাত ম্যাচ বাকি থাকতে শিরোপা জেতা লিভারপুল 'গার্ড অব অনার' পাওয়ার দাবিদার বলে মনে করেন গুয়ার্দিওলা।এফএ কাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে রোববার নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলবে সিটি, এর আগের দিন শনিবার সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান দলটির কোচ।"অবশ্যই আমরা গার্ড অব অনার দিব। লিভারপুল আমাদের এখানে আসলে আমরা তাদের অভিবাদন জানাবএটা তাদের প্রাপ্য।"রোনালদো লা লিগা ছেড়ে যাওয়ায় প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডাররা হয়তো হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। লিগে সবচেয়ে বেশি গোল করেছেন তিনি সেভিয়ার বিপক্ষে, ২৭টি। তালিকায় এরপর আছে যথাক্রমে গেতাফে (২৩), আতলেতিকো মাদ্রিদ (২২), সেল্তা ভিগো (২০) ও বার্সেলোনা (১৮)। শুধু লা লিগাতেই নয়, চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও রোনালদো ছিলেন ধারাবাহিক। টানা সাত মৌসুমে কমপক্ষে ১০ গোল করা ও একক কোনো দলের হয়ে প্রতিযোগিতায় ১০০ গোল করা প্রথম খেলোয়াড় তিনিই।রোনালদোর বয়স এখন ৩৫। ইউভেন্তুসে যাওয়ার পরও ধরে রেখেছেন সাফল্য ধারা, এখনও ছুটছেন দুর্বার গতিতে। তবে তার প্রভাব সবচেয়ে বেশি

ভারতে করোনায় একদিনে আক্রান্ত ১৯৯০৬

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.): দেশজুড়ে বেড়েই চলেছে করোনার মারণ দৌরাত্ম্য। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ১৯৯০৬। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২৮৮৫৯। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২০৩০৫১। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ৩০৯৭১৩ বলে রবিবার সকালে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে এ দিন আরও জানানো হয়েছে যে বিগত ২৪ ঘন্টায় মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছে ৪১০ ।সবমিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬০৯৫। করোনায় সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে আক্রান্ত ১৫৯১৩৩ ।এর পরেই রয়েছে দিল্লি ।সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০১৮৮। উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন জানিয়েছিলেন যে ভারতে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৫৮ শতাংশের বেশি। দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে বিদেশমন্ত্রী এবং অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা আইসিএমআরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে শনিবার গোটা দেশজুড়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল ২৩১০৯৫ লালারস নমুনার। ২৭ জুন পর্যন্ত গোটা দেশজুড়ে ৮২২৭৮০২ লালারস নমুনার পরীক্ষা করা হয়েছে।

অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সচেষ্ট সরকার : উপরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.): জীবন ধারণ এবং কর্মসংস্থানের জন্য সকল দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান করলেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। রবিবাসরীয় সকালে নিজের ফেসবুক পোস্টে উপরাষ্ট্রপতি লিখেছেন, বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ লকডাউন তুলে দিয়ে অর্থনীতির প্রতি মনোনিবেশ করছে ।দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য সরকারের তরফ থেকে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ।সকল দেশবাসীর উচিত নির্দেশিকা পূর্ণরূপে পালন করে সরকারকে সহায়তা করা ।আধ্যাত্মিকতার প্রতি আস্থা এবং বিজ্ঞানের সত্যতার প্রতি বিশ্বাস এর মধ্যেই ভারতের শক্তি নিহিত। করোনা থেকে অযথা ভয় না পেয়ে সর্তকতা এবং নিরাপত্তা অবলম্বন করতে হবে ।প্রত্যেক দেশবাসীর নিজেকে নিরাপদ রাখতে গেলে মুখে মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং ঘনঘন হাত ধোয়া। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ভেষজ খাবারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি। তার মতে শুধু খাবার খেলেই হবে না তার সঙ্গে নিয়মিত শারীরিক কসরতের একান্ত দরকার। ফলে যোগাভ্যাস এবং প্রাণায়ম নিয়মিত করে যেতে হবে। পাশাপাশি অযথা উৎকণ্ঠা হওয়ার কোন দরকার নেই। এতে করে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। অবসর সময় মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকার জন্য সাহিত্যচর্চা, ছবি আঁকা, গান শোনা, নতুন ভাষা শেখা এবং প্রযুক্তির সহায়তায় আত্মীয় ও বন্ধুর সঙ্গে গল্প করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি। সামাজিক মাধ্যমে কোন উত্তেজক ভ্রান্ত করা খবরে গুরুত্ব না দেওয়ার কথা তিনি জানিয়েছেন।

গুজরাটে রাসায়নিক কারখানায় আগুন

আহমেদাবাদ, ২৮ জুন (হি. স.): গুজরাটের আনন্দে রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন। রবিবার ভোরে এই আগুন লাগে. খবর পাওয়া মাত্রই দমকলের তরফ থেকে ১৫ টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এদিন ভোরের দিকে আনন্দ জেলার খাম্ভাটে একটি রাসায়নিক কারখানার ভেতর থেকে ঘন কালো ধোঁয়া এবং আগুনের লেলিহান শিখা বেরোতে দেখা যায়। এইসব দেখে স্থানীয়রা আতঙ্কিত হয়ে দমকল এবং পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের প্রতিদিন ১৫ টি ইঞ্জিন। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য ওই কারখানার আশেপাশে থাকা স্থানীয়দের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনে পুলিশ ।গোটা এলাকার সিল করে দেওয়া হয় ।শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন নেভানোর কাজ চলছে। কারখানার ভেতরে দাহ্য পদার্থ বিপুল পরিমাণে থাকার কারণে এই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও এখনো পর্যন্ত কারণ হতাহতের কোনো খবর নেই।

বিজেপি সভাপতিকে কটাক্ষ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.): বিজেপির জাতীয় সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডার বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব কংগ্রেস নেতা রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। রাজনৈতিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন বিজেপি সভাপতি বলে কটাক্ষ করেছে এই কংগ্রেস নেতা। শুক্রবার রাতে এক বিবৃতিতে জারি করে কংগ্রেসের তরফ থেকে রণদীপ সিংহ জানিয়েছেন, চিনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলি এবং দেশবাসী কোন রকমের প্রশ্ন যাতে তুলতে না পারে সেই লক্ষ্যে মোদী সরকার এই ধরণের কাজ করে চলেছে। প্রত্যেকদিন একটা নতুন করে ষড়যন্ত্র মূলক তত্ত্ব দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য সামনে আনা হয়। মোদী সরকারের এই ব্যর্থতা আড়াল করার জন্যই এই কাজ করা হচ্ছে। চিনের বামপন্থী দলের সঙ্গে বিজেপি কি ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা।

নতুন করে করোনায় আক্রান্ত বিএসএফের ৩৩ জওয়ান

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.): ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের ৩৩ জন জওয়ান নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে। ফলে বাহিনীর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪৪। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৩০২ ।সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ৬৩৭। নিহত পাঁচ জওয়ান। নতুন করে আক্রান্ত জওয়ানদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন এদের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। এই সকল জওয়ানদের সংস্পর্শে আসাদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। শুধুমাত্র বিএসএফ নয় এর পাশাপাশি আইটিবিপি, এসএসবির মত বাহিনীর মধ্যেও করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে।

শহরবাসীকে সবসময় মাস্ক পরার আবেদন কলকাতা পুলিশ কমিশনারের

কলকাতা, ২৮ জুন (হি স): আতঙ্কে ভুগছে শহর। আর তাই চিকিৎসক শহরবাসীকে সব সময় পরতে বলছে মাস্ক। আর তাই রবিবার টুইট করে শহরবাসীকে সবসময় মাস্ক পরার আবেদন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মার। সময় যতই বাড়ছে ততই যেন বাড়ছে করোনা আতঙ্ক। কঠিন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকের বারবারই বলছেন সবসময়ের সঙ্গী বানিয়ে নিতে হবে মাস্ককে। করোনা সংক্রমণকে ঠেকাতে তৎপর প্রশাসন। কিন্তু এখনও অনেকেই রাস্তায় বেরোলে পরছে না মাস্ক। আর তাই এবার শহরবাসীর সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে ইতিমধ্যেই শহরবাসীকে মাস্ক বিলি করেছে কলকাতা পুলিশ। তারই মাঝে এদিন টুইট করে কলকাতা পুলিশ কমিশনার লিখেছেন, "সব সময় মাস্ক পরুন।

বিদ্যুতের দাবিতে পথ অবরোধ ঝাড়গ্রামে

ঝাড়গ্রাম, ২৮ জুন (হি. স) : বিদ্যুতের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের খাঁড়বাঁধি, গোয়ালমারা, মহাপাল, রগড়া এলাকার মানুষজনেরা। তাঁদের অভিযোগ, সামান্য মেঘ বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে মেঘ কেটে গেলেও দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুতের দেখা মেলে না। দীর্ঘ তিন বছর ধরে এই একই সমস্যা মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে।তাই রবিবার এলাকার মানুষজনেরা বাধ্য হয়ে গোয়ালমারাতে পথ অবরোধ শুরু করেন।

জানা গিয়েছে মাণিকপাড়া সাব স্টেশন থেকে লোধাশুলি, খাঁড়বাঁধি হয়ে রগড়া পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিলোমিটার এই বিদ্যুতের লাইন গিয়েছে। যার মধ্যে গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের খাঁড় বাঁধি, পেটবিন্ধী ও বেলিয়াবেড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কিছু অংশ এবং সাঁকরাইল ব্লকের রগড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ৭০ থেকে ৮০টা গ্রামের মধ্য দিয়ে এই বিদ্যুতের লাইন গিয়েছে।

বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘ তিন বছরে ধরে সামান্য মেঘ বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একবার বিদ্যুৎ চলে গেলে প্রায় ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা পরে আসে। যার ফলে গ্রীষ্মের সময় ভ্যাপসা গরমে শিশুও বয়স্ক মানুষজনেরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন। রাতে বিদ্যুৎ না থাকায় ছেলে মেয়েরা পড়াশুন করতে পারে না। আবেদন নিবেদন করেও কোনও সুরাহা না হওয়ায় পথ অবরোধে সামিল হয় বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা আবীর সিংহ, বিশ্বনাথ সিংহ, অরুন মাইতিরা বলেন, 'শনিবার বিকেল তিনটের পর থেকে রবিবার পর্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। যার ফলে পাম্প থেকে পানীয় তুলতে পারছি না। এই ভ্যাপসা গরমের মধ্যে বাচ্চা বয়স্করা হাঁসফাঁস করছে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে এই ভাবে চলছে। অনেকবার লিখিত ভাবে অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ করেছি।' এদিকে এদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত পথ অবরোধের জেরে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে সমস্যায় পড়েন পথ চলতি সাধারন মানুষজনেরা। পরে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ এসে অবরোধকারীদের সাথে

ছয়ের পাতায় দেখুন

ঘরে বসে মোবাইলে দাদু-ঠাকুমার ইন্টারভিউ রেকর্ড কর, মন কি বাতে ছোটদের পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.) : ঘরে বসে মোবাইলে দাদু-ঠাকুমার ইন্টারভিউ রেকর্ড কর। মন কি বাতে ছোটদের জন্য সুন্দর পরামর্শ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর মাধ্যমে করোনা প্রকোপের জেরে লকডাউনে বাড়িতে বসে যেমন পরিবারের প্রবীণদের সঙ্গে মেলামেশা হবে তেমন তাঁদের থেকে শিক্ষা অর্জনও হবে। আর মোবাইল ফোনে রেকর্ড করা সেই ইন্টারভিউগুলি জুড়ে সুন্দর পারিবারিক ভিডিয়ো অ্যালবামও তৈরি করা যাবে বলেই জানান প্রধানমন্ত্রী।

মন কি বাতের ৬৬ তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রবিবার ছোটদের জন্য বিশেষ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন তিনি বলেন, 'আমার ছোটো বন্ধুদের একটি বিশেষ আর্জি জানাই। তোমরা কথা রাখবে তো? আমি যা বলছি, তোমরা তা করে দেখো। একটা কাজ কর, যখন ফাঁকা সময় পাবে, তখন বাবা-মা"কে বলে মোবাইল নিয়ে দাদু-ঠাকুমার ইন্টারভিউ রেকর্ড কর। তাঁদের কাছে জানতে চাও ছোটবেলায় তাঁরা কী ভাবে সময় কাটাতেন। সে সময় পরিবারে ও পরিবারের বাইরে কেমন পরিস্থিতি ছি, তা জানো। তাঁরা বাড়িতে কী করতেন, কী ভাবে পড়াশোনা, খেলাধুলো করতেন, এই সব জানো। অবসর বিনোদনে তাঁরা কী কী করতেন, মামাবাড়ি বেড়াতে গিয়ে কেমন মজা হত, এই সব জেনে নাও।'

এ দিন তিনি ছোটোদের বলেন, এই ভাবে ঠাকুরদা, ঠাকুমা-সহ পরিবারের বয়স্ক মানুষদের থেকে তাঁদের ফেলে আসা দিনগুলি সম্পর্কে জানতে হবে।

আর মোবাইল ফোনে রেকর্ড করা সেই ইন্টারভিউগুলি জুড়ে সুন্দর পারিবারিক ভিডিয়ো অ্যালবামও তৈরি করা যাবে। ছোটরা এ ভাবেই অতীত দিনের সামাজিক চিত্র সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পারবে, বলেন মোদী। তাতে যেমন মজা হবে, তেমনই অনেক পুরনো কথা যা তারা জানে না, সে সম্পর্কে ধারণা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন করোনা আক্রান্ত আসামের বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৮ জুন।। কোভিড হসপিট্যাল থেকে ছাড়া পেলেন পার্শবর্তী রাজ্য অসমের বরাক উপত্যকার পাতারকান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু ।সন্তোষ ঘনিষ্ট মহল সহ বিজেপি কর্মকর্তাদের ।করোনা পজেটিভে আক্রান্ত হয়ে সাত দিনের মাথায় নেগেটিভ রিপোর্ট হাতে নিয়ে আজ হসপিট্যাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরলেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। গতকাল তাঁর সোয়াব টেষ্টের রিপোর্ট নেগেটিভ আসায় আজ তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

তবে স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়ম-নীতি মেনে তাকে আরোও চৌদ্দ দিন নিজ বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কোভিড স্পেশাল চিকিৎসকরা ।সেই সঙ্গে এখন অবধি করিমগঞ্জ কোভিড হাসপাতালের মোট(এক"শ পচাত্তর)জন ভর্তি হওয়া করোনা আক্রান্তের মধ্যে প্রায় শতাধিক রোগী ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন বলে জানালেন জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম সঞ্চালক অনুপকুমার দৈত্যারি ।আজ বিকেল তিনটে নাগাদ বিধায়কের সঙ্গে আরোও দশ জন সুস্থ ব্যাক্তিকে মুক্তি দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য কোন ট্রেভেলিং হিষ্ট্রি ছাড়াই গত ২২ জুন সোমবার বিধায়কের শরীরে করোনার জীবাণু ধরা পড়েছিল ।এর আগে গত ১৮ জুন করিমগঞ্জ জেলাশাসক কার্যালয়ের সম্মুখে বিধায়ক সহ অন্যান্যদের সোয়াব পরীক্ষা করা হয়েছিল ।পরে বিধায়কের অসুস্থতার খবরে উনার নিজ সমষ্টির কর্মি সমর্থকদের মধ্যে একরাশ হতাশা ছড়িয়ে পড়ে ।বিধায়কের আশু আরগ্য কামনায় স্থানে স্থানে অনুষ্ঠিত হয় পূজা হোম যজ্ঞাদি সহ দোয়া প্রার্থনাও ।এদিকে আজ হাসপাতাল থেকে বিধায়কের মুক্তি পাবার খবরে উনান ঘনিষ্ট মহল সহ পাথারকান্দি বিজেপির কর্মি সমর্থকরা সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন।

এমার্ট ত্রিপুরার মানবিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জুন।। চতুর্থ পর্যায়ে লকডাউন শেষে বর্তমানে আনলক ওয়ান চলছে ।এখনো অব্যাহত রয়েছে আনন্দমার্গ ইউনিভার্সাল রিলিফ টিম ত্রিপুরা"র উদ্যোগে দু:স্থ ও অসহায়দের মধ্যে ত্রান সামগ্রী বিতরণ ।রবিবার এমার্ট ত্রিপুরা"র উদ্যোগে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পান্ডবপুর এলাকার ফুলতলি গ্রামে কন্টেইনমেন্ট জোনে আটকে থাকা পরিবারগুলো সহ কাঞ্চনমালা এলাকার মোট ৬৫টি পরিবারে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীচাল,ডাল,তেল,আলু, মশলাপাতি ও সোয়াবিন বিতরণ করা হয়।এছাড়াও করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার জন্য শরীরের ইমিওনিটি পাওয়ার বর্দক হোমিওপ্যাথি মেডিসিন আর্সেনিকা এলবাম ৩০ বিতরণ করা হয় সবার মধ্যে ।উল্লেখ্য লকডাউন শুরুর পর থেকেই সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন জায়গায় এমার্ট ত্রিপুরার উদ্যোগে ত্রান সামগ্রী এবং সাথে আর্সেনিকা এলবাম ৩০ ঔষধটি বিতরণ করা

ছয়ের পাতায় দেখুন

চড়িলামে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। যথাযোগ্য মর্যাদায় গতকাল চড়িলাম লীলাদেব মতি কমিউনিটি হলে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ। প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদ সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাখী দাস কর সহ অন্যান্য অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সিপাহীজলা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহ অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে, মাস্ক পরিধান করে উপস্থিত অতিথিবর্গরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। তাঁর জীবন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাঁর অবদান বিষয়েও আলোচনা করেন অতিথিগণ। অনুষ্ঠানটি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়।

চড়িলামে বিস্তর মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জুন।। রবিবার বিশালগড় থানার এএস আই তপন দেবনাথ পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উত্তর চড়িলামের বাবুল দেবনাথ পিতা সুকুমার দেবনাথের বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমানে দেশি এবং বিলেতি মদ উদ্ধার করে। তাছাড়া এএসআই তপন দেবনাথ বিশালগড় থানার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকায় প্রায় প্রতিদিন এই অভিযান চালিয়ে সাফল্য লাভ করেছে ।বিভিন্ন এলাকা থেকে মদ এবং বিক্রেতাকে থানায় নিয়ে আসলেও থেমে নেই সেগুলো।

ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। কোভিড-১৯ এর সমস্ত সরকারি নিয়মবিধি ও সতর্কতা মেনে পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতা বাড়িতে সপ্তাহব্যাপী ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজা আজ থেকে শুরু হয়েছে। প্রধান পুরোহিত চন্তাইয়ের পরিচালনায় সকালে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্দশ দেবদেবীর স্নানযাত্রা। স্নানযাত্রা শেষে মন্দির চত্বর প্রদক্ষিণ করে চতুর্দশ দেবদেবীকে পূজার্চনার জন্য বাইরের মন্দিরে স্থাপন করা হয়।

অন্যদিকে খার্চির সাতদিন কোভিড-১৯ এর সরকারি আচরণবিধি বিষয়ে পুরাতন আগরতলা ব্লকের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস জানান, ৭ দিনের এই খার্চি পূজায় আসা প্রত্যেক পূণ্যার্থীকে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক, প্রবেশদ্বারে হাত ধুয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে, সবাইকে চিহ্নিতকৃত স্থানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াতে হবে, প্রসাদ নিবেদন করা যাবে না, মন্দির থেকেও কোন

মন কি বাতে নরসিমা রাওকে স্মরণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.): প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাওয়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হওয়া থেকে শুরু করে কঠিন সময় দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন পিভি নরসিমা রাও বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ।রবিবাসরীয় সকালে মন কি বাতের ৬৬ তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিমা রাওকে তার জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে গোটা দেশ। দেশকে কঠিন সময় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ।ভারতীয় মূল্যবোধ

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে আইনমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য খন্ডন করল বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে যে তথ্য দিয়েছেন তার খন্ডন করে বামফ্রন্ট রাজ্য কমিটি রবিবার একটি তথ্য ভিত্তিক বিবৃতি দিয়েছে।

বিবৃতিতে বামফ্রন্ট উল্লেখ করেছে, গত ২৬ জুন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা তলানিতে বলে বামফ্রন্টের অভিযোগ খন্ডন করতে গিয়ে তথ্যের যে ধুম্রজাল সৃষ্টি করেছেন, তা এক শুভঙ্করের ফাঁকি ও তাঁদের সহজাত জুমলাবাজি। রতনবাবু হয়তো ভুলে গেছেন যে তাঁর সরকারের ৫০০ দিনের আইনশঙ্খলার একটি তথ্য তঁথার সরকার গত ২ সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনে পেশ করেছিলেন। এ তথ্য ছিল ১ লা এপ্রিল ২০১৮ থেকে ২০১৯ এর ৩১ জুলাই পর্যন্ত।

সেই তথ্যে বলা হয়েছিল - অস্বাভিবক মৃত্যু - ১৮৭১, নারী সংক্রান্ত অপরাধ - ৮০৯, তার মধ্যে শিশু ও নাবালিকা ধর্ষণঃ ১৪০ এবং নথিভুক্ত ধর্ষণের ঘটনা - ২৪০, ডাক পনসংক্রান্ত মৃত্যু - ৩১ এবং বধূ হত্যা - ২৩, খুনের ঘটনা - ২২২ অর্থাৎ সরকারের প্রথম ৫০০ দিনে প্রতিদিন গড়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু - ৪, প্রতি মাসে খুন - ১০, প্রতি মাসে ধর্ষণ - ১৫।

শিক্ষামন্ত্রীর নির্বাচন কেন্দ্রে রাঙ্গাছড়ায় একজন যুবতীকে ধর্ষণের পর পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে, আজ পর্যন্ত একজন অপরাধী ধরা পড়েছে? শিক্ষামন্ত্রীর উস্কানিকে ছেলে ধরা গুজব রটিয়ে বহিরাজ্যের ফেরিওয়ালা খুন হল। কোন আসামী গ্রেপ্তার হয়েছে? বিজেপি আইপিএফটি'র জোট রাজত্বে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে শুধু নয়, লকডাউনের সময় তা আরও বেড়েছে।

শাসক দলের ইমেজ রক্ষায় আইনশঙ্খলা নিয়ে বিজেপি'র বিধায়ককে বিবৃতি দিতে হয়েছে এবং খোদ উপমুখ্যমন্ত্রীর ছেলেকে প্রকাশ্যে বিরক্তি প্রকাশ করতে হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীকে সাংবাদিকরা যখন জিজ্ঞেস করেন অধিকাংশ ঘটনার মামলা থানাদাররা গ্রহণ করেন না, তখন রতনবাবুকে চুপ থাকতে হয়েছে। প্রশ্নোত্তরে পরোক্ষে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে মামলা নিলেও বিচারে শতকরা ৮৮ জন খালাস পেয়ে যাচ্ছে। এখন অপরাধীদের শতকরা ১০০ ভাগকেই খালাসের সুযোগ করে দিতে বামফ্রন্ট সরকারের সময় শীর্ষ আদালতের নির্দেশিকা অনুযায়ী তৈরি করা

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।